১
আগাস্ট-২০২১

চরৈবেতি ফেসবুক ভ্রমণ গ্রুপের নিবেদন

ভ্রাম্যমাণ

ই-পত্রিকা

এটি আমাদের মাসিক ই-পত্রিকার প্রথম সাংখ্য ।

যখন গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য তখন যারা নম্বার অফ লাইকসের কথা চিন্তা না করে দিনের পর দিন ছবি ও লেখা পোষ্ট করে এই গ্রুপ তৈরি করতে সাহায্য করে গেছেন তাঁদের প্রতি গ্রুপ কৃতজ্ঞ । আজও যারা নম্বার অফ লাইকসের কথা চিন্তা না করে গ্রুপে ছবি ও লেখা পোষ্ট করছেন তাঁদের প্রতিও গ্রুপ কৃতজ্ঞ। যেই সদস্যরা নিয়মিত ভাবে গ্রুপে অন্য সদস্যদের, যারা পোষ্ট করছেন তাঁদের পোস্টে লাইক করছেন, কমেন্টসে তাঁদের উৎসাহ বর্ধিত করছেন তাঁদের প্রতিও গ্রুপ কৃতজ্ঞ।

যারা অতীত দিনে গ্রুপের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং দিনের পর দিন ছবি ও লেখা এই গ্রুপে পোষ্ট করে গেছেন, আজ তাঁদের অনেকেই এই গ্রুপের সাথে যুক্ত আছেন বা যুক্ত নেই, তাঁদের কিছু ফটো অ্যালবাম এই ই-পত্রিকায় সংযুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতে হবে।

যারা বিস্তৃত বিবরণ সহ অগাস্ট-২০২১ তে ছবি ও লেখা পোষ্ট করছেন তাঁদের পোষ্ট করা ছবি ও লেখাও এই পত্রিকায় সংযুক্ত করা হয়েছে ।

আপনাদের সবাইকে বিস্তৃত বিবরণ সহ ছবি ও লেখা পোষ্ট করার আহ্বান করা হচ্ছে, যাতে আপনাদের পোষ্ট করা বিবরণ সহ ছবি ও লেখা এই পত্রিকায় প্রকাশিত করা যেতে পারে এবং এই মাসিক পত্রিকার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা যায়।

- মৌসুমি গুহ -

গ্রুপ সম্পর্কে একটি আবেদন।

সাল ২০১৪ , ফেসবুক সম্পর্কে খুব একটা ধারনা ছিল না । ভাগ্নেই অ্যাকাউন্ট খুলে দিয়েছিল, ঘুরতে আমার খুব আগ্রহ, তাই সেই সময়কার কিছু ট্রাভেল গ্রূপের সদস্য করে দিয়েছিল। নিয়মিত ছবি পোস্ট করছিলাম , লাইক আসছিল, স্বাভাবিক ভাবেই উৎসাহিত হচ্ছিলাম , কিন্তু কয়েকদিন পর লক্ষ করলাম গ্রুপগুলোতে শুধু ছবিই পোস্ট করা হচ্ছে, অবশ্যই তার মধ্যে তুষারাবৃত পাহাড়ের ছবি সংখ্যায় বেশী , তার সাথে কোনো ইনফর্মেশন নেই- যেরকম যাত্রার বিবরণ , সেই জায়গার বিবরণ, সেই জায়গার যাবার, থাকার বা খাবারের সুবিধা-অসুবিধার কথা, বা কোনো ট্রাভেল কম্পনীর সাথে গেলে তাদের ভ্রমণের সময়ে দেওয়া সুবিধা অসুবিধার কথা। এই তথ্যের কোনো আদানপ্রদান সদস্যদের মধ্যে , গ্রুপে কোথাও নেই।

তাই সেই উদ্দেশ্যে এই গ্রুপ তৈরি করা হল, নাম রাখলাম, ভ্রমণ (ট্রাভেল), তথ্য (ইনফর্মেশন) ও ছবি (ফটোগ্রাফ্স), অবশ্যই ভ্রমণ সংক্রান্ত। আর একটা উদ্দেশ্য ছিল। ছোট ছোট ট্রাভেল কোম্পানী যারা বড় মাপের ‘এড’ দিতে পারেনা, তারা একটু স্পেস পাক, তারাও পোস্ট করুক, তাদেরও কিছু প্রচার হোক। শর্ত একটাই ছবির সাথে, তথ্য অবশ্যই জরুরী। চেনা পরিচিত ১৮ জন ফেসবুক ফ্রেন্ডসদের নিয়ে শুরু হল এই গ্রুপ। ধীরে ধীরে বাড়তে লাগলো সদস্য সংখ্যা। প্রাথমিক ভাবে কিছু বিশিষ্ট গুণীজন এই গ্রুপে প্রায় নিময়িত ভাবে সুন্দর সুন্দর লেখা ও ছবি পোস্ট করে এই গ্রুপকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। যাদের মধ্য শ্রী শিবাংসু দে ও শ্রী অরূপ চৌধুরী বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। সদস্যদের এপরুভ করার সময় তাদের প্রোফাইল দেখে যদি একটা ধারনা পাওয়া যায়

যে সদস্যের ট্রাভেল সম্পর্কে আগ্রহ আছে , তাদের এপ্রুভ করা হয়। সদস্য সংখ্যা বেড়েছে, এ ভাবে বাছাই না করলে হয়তো সদস্য সংখ্যা আরো বৃদ্ধি পেত । কিন্তু মর্মাহত হোলাম, যখন দেখলাম উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। যখন দেখি গ্রূপে সদস্য সংখ্যা ৫৫০০ ছাড়িয়েছে, একটিভ মেম্বার ২০০০ এর ওপর, সন্দেহ হয়। ২০ জনকেও একটিভ দেখিনা । কিছু সদস্য ট্রাভেল ব্লগ পোস্ট করে তাদের ব্লগের প্রচারের উদ্দেশ্যে, কিন্তু অন্য সদস্যদের পোস্টে তারা কখনও উৎসাহ দেয় না।

ভাল ছবি পোষ্ট করে প্রচুর সংখ্যায় লাইক হয়ত অনেক গ্রুপেই পাওয়া যায়, কিন্তু যারা শুধু লাইকের সংখ্যা মাথায় রেখে পোষ্ট করেন তাদের জন্য এই গ্রুপ নয় । এই গ্রুপের মূল উদেশ্য ভ্রমণ নিয়ে আলোচনা ও তথ্য বিনিময়।

তাই আজ প্রত্যেক সদস্যের কাছে আবেদন, আপনারা নিজেদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা এই গ্রুপে শেয়ার করুন, ভাল ছবি, ভাল তথ্য দিয়ে যাতে এই গ্রুপের ভ্রমণ পিপাসু প্রত্যেক সদস্য উপকৃত হয়। আর যে সদস্য এই গ্রুপে পোষ্ট করছেন না তাঁদের কাছে একটাই অনুরোধ আপনারা অন্য সদস্যের পোস্টে উৎসাহ দিন লাইক ও কমেন্টসের সংখ্যা বাড়িয়ে।

গুঞ্জন গুহ ।

যখন গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ছিলে নিতান্তই নগণ্য তখন যারা নম্বার অফ লাইকসের কথা চিন্তা না করে দিনের পর দিন ছবি ও লেখা পোষ্ট করে এই গ্রুপ তৈরি করতে সাহায্য করে গেছেন বা তাঁদের পোস্টে উৎসাহ দিয়েছেন -

- মিথুন দত্ত
- অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী
- শিবাংশু দে
- অরূপ চৌধুরী
- পার্থসারথি দে
- তথাগত মজুমদার
- রিতা হালদার নায়ক
- সুবীর মিত্র
- তাপস খাঁড়া
- শ্যামলেন্দু কুমার
- অসীম দেবনাথ
- অভিষেক ভট্টাচার্জ
- জয়ন্ত দাস
- প্রজ্ঞাপারমিতা দত্ত
- রুচিস্মিতা ঘোষ

সূচিপত্র

ক) বর্ণনাত্মক

১) তিলু বিলুর নদী : শিবাংশু দে

পাতা ১৩ -৩১

গেছিলাম কালনা : অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

পাতা ৩১ - ৩৯

৩) রানী কি ভাও - একটু ফিরে দেখা ইতিহাস
সৌমিত্রি সাধু

পাতা ৪০ -৪৬

৪) অজন্তা কথা : শ্যামলেন্দু কুমার

পাতা ৪৭ – ৫৯

৫) ছাঙ্গু থেকে পেলিং ভায়া রাভাংলা

পাতা ৬০ - ৭০

সায়ন ব্যানার্জী

৬) আমার গ্রাম : সুজিত সাধু

পাতা ৭১ -৭৪

আমার দেখা কাশ্মীর :

কোকরনাগ বোটানিক্যাল গার্ডেনে

গুঞ্জন গুহ

পাতা ৭৫ – ৮৫

সূচিপত্র

খ) ফটো অ্যালবাম

১) পার্থসারথি দে-র পোষ্ট করা

পাতা ৮৬ - ৮৮

২) সুবীর মিত্রের পোষ্ট করা

পাতা ৮৯ -৯২

৩) রিতা হালদার নায়কের পোষ্ট করা

পাতা ৯৩ – ৯৬

৪) তথাগত মজুমদারের পোষ্ট করা

পাতা ৯৭ – ১০০

৫) মৃণ্ময় কান্তি ঘোষের পোষ্ট করা

পাতা ১০১ - ১০৪

৬) রঞ্জিত কুমারের পোষ্ট করা

পাতা ১০৫ – ১০৯

তিলু বিলুর নদী

শিবাংশু দে

"ইছামতী একটি ছোট নদী। অন্তত যশোর জেলার মধ্য দিয়ে এর যে অংশ প্রবাহিত, সেটুকু। দক্ষিণে ইছামতী কুমির-কামট-হাঙ্গর সংকুল বিরাট নোনা গাঙে পরিণত হয়ে কোথায় কোন সুন্দরবনে সুঁদরি-গরান জঙ্গলের আড়ালে বঙ্গোপসাগরে মিশে গিয়েছে, সে খবর যশোর জেলার গ্রাম্য অঞ্চলের কোনো লোকই রাখেনা।

ইছামতী নদীর যে অংশ নদীয়া ও যশোর জেলার মধ্যে অবস্থিত,সে অংশটুকুর রূপ সত্যিই এত চমৎকার, যাঁরা তা দেখবার সুযোগ পেয়েচেন তাঁরা জানেন। কিন্তু তাঁরাই সব চেয়ে ভালোভাবে উপলব্ধি করবেন, যাঁরা অনেকদিন ধরে বাস করচেন এ অঞ্চলে। ভগবানের একটি অপূর্ব সৃষ্টি এর দুই তীর, বনবনানীতে সবুজ, পক্ষীকাকলিতে মুখর।"

এর পর তিনি এগিয়ে গিয়েছেন বাজিকরের মতো পলতেমাদার গাছের লালফুল, তিৎপল্লা লতায় ফুলের হলুদ রং, টোপাপানার দাম আর বন্যেবুড়ো ঝোপের জলজ মায়া দু'হাতে ছড়াতে ছড়াতে। বাঙালির কাছে ইছামতী নদীকে ইতিহাসের বিস্তীর্ণ পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়া এক মায়াবী চরিত্রের মতো প্রতিষ্ঠা দিয়ে নিজে উইংসের আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তিলু-বিলু-নিলু আর সন্নিসি হতে গিয়ে ফিরে আসা ভবানী বাঁড়ুজ্যে'র হাতে বেটনটি ধরিয়ে দিয়ে নিজে আরেকটা গল্প হয়ে গেছেন।

গত চারপুরুষে তো বঙ্গদেশে থাকিনি আমরা। দশদিক ঘোরাঘুরি। কিন্তু ভালো করে বাংলার মুখ দেখার প্রদীপটি জ্বালা হয়নি কখনও। যখন ঠিক হলো একবার ইছামতী নদীকে ছুঁয়ে দেখে আসা যাক, মাশাল্লাহ,, মঞ্জুর-এ- খুদা তো তবে বলতেই হয়।

জায়গাটা এতো কাছে জানা ছিলোনা। ম্যাপ দেখতে গিয়ে দেখি মাত্র সত্তর কিমি। ভুবনেশ্বর থেকে পুরী। নিত্য যাতায়াত ছিলো তো সেখানে। ভোরবেলা বেরোলে নতুন রাস্তা দিয়ে বড়োজোর এক ঘন্টা। কিন্তু এখানে আড়াই ঘন্টা লাগবে। রাস্তার সে জেল্লা নেই। যাকগে আমি ও ভাই নিজের নিজের গাড়ি নিয়ে সায়েন্স সিটির সামনের রাস্তা ধরি। প্রথম শীতের কুয়াশা তখনও পুরো কাটেনি। রাস্তা তো সরু। কিন্তু খুব খারাপ নয়। ধাপা পেরিয়ে বাসন্তী হাইওয়ে। বানতলা, মণ্ডলপাড়া, ভোজেরহাট, পাগলাহাট, ভাঙড়। এসব তো এখন বোনাফায়েড শহরতলি। শাসকের ক্ষমতার কেন্দ্র ভারসাম্য রাখতে এই সব বসতিকে ব্যবহার করে। কাগজে নাম ওঠে। কিন্তু সব ভুলভাল কারণে। টানাদিকচক্র পর্যন্ত সবজে ভূমি। তার মধ্যে সাজানো জলের ভেড়ি। নামোজমিতে কঞ্চিবাঁধা মাছের ঘরসংসার। তার মধ্যে মধ্যে খড়বাঁশবাঁধা গরিবের ওয়াচটাওয়ার। সেই কোন কাল থেকে শুনি ভেড়িদখলের প্রাক ঐতিহাসিক কুরুক্ষেত্রের গপ্পোসপ্পো। সেই ট্র্যাডিশন তো আজও চলেছে।

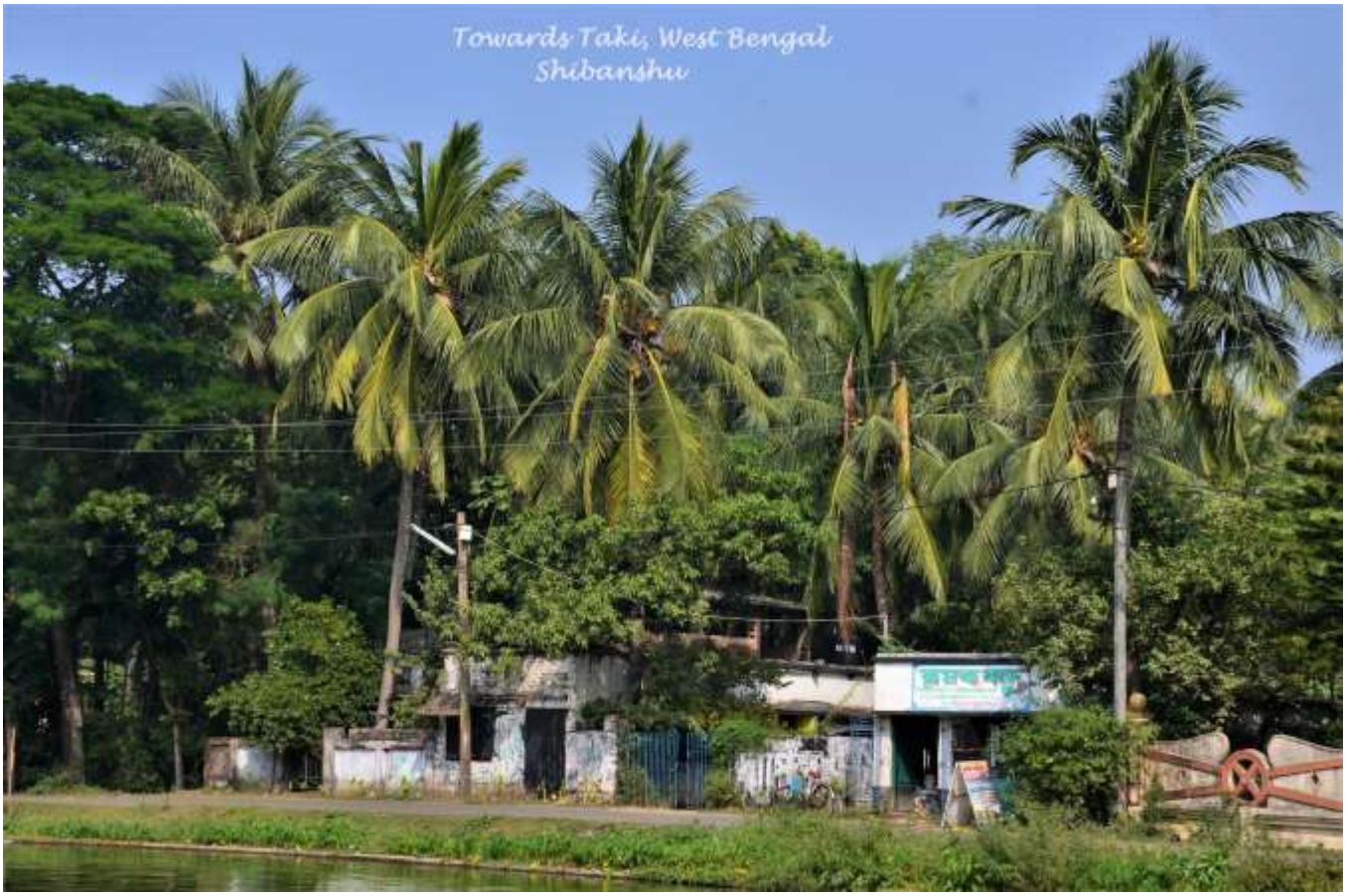
Towards Taki, West Bengal
Shibanshu

Towards Taki, West Bengal
Shibanshu

মাদারিবাজার ঘিঞ্জিএলাকা। এখান থেকে দক্ষিণমুখী হয়েছে বাসন্তী হাইওয়ে আর উত্তরপূর্বদিকে গেছে বসিরহাট-মালঞ্চের রাস্তা, মালঞ্চনদীর উপর পাকা সাঁকো পেরিয়ে। রাস্তা কখনও একটু চওড়া, কখনও মনে হয় কারো উঠোনের মধ্যে ঢুকে যাবে। তবে সবুজে সবুজ। কলাবন, নারকেল-সুপুরি-তালের আকাশছোঁয়া পাতা আর মাটিতে পালং আর ফুলকপির সাম্রাজ্য। রাস্তায় গিজগিজ করে 'মায়ের আশীর্বাদ', 'পলি ও পাপন' টাইপ নামের ছোটো লরি'র সারি। নয়তো ঐ সরু রাস্তা দিয়ে গাঁকগাঁক করতে করতে ধেয়ে যাওয়া 'সত্যনারায়ণ' বা 'সাগরিকা' জাতীয় খ্যাপা বাস। এরাই তো 'চালক নিয়ন্ত্রণ হারালে' ব্রিজ ভেঙে সটান জনতাসমেত নদীর জলে। সকালের খবরকাগজে তিন ইঞ্চি, ন দেবায় ন ধর্মায়, স্থানীয় সংবাদদাতার দিনের পুঁজি।

গোলাঘাটা, তালতলা, হাবসপুর পেরিয়ে টাকী রোডের চৌমাথা। উত্তরে বসিরহাট, দক্ষিণে হাসনাবাদ, নাক বরাবর গেলে ইছামতীর ঘাট। রামকৃষ্ণ মিশনের সামনে যেতে যেতে রাস্তা প্রায় শুকিয়ে গেছে। রিকশা, ভ্যানো, টোটো, অটো, ঠেলাগাড়ির বন্যার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে হৃষ্টপুষ্ট এস ইউ ভি। আমাদের দেশের ভাষায়, সড়ক নহি, বকওয়াস হ্যাঁয়। দু তরফা জখমি এড়িয়ে নদীর ধারে ক্ষীণতনু স্ট্র্যান্ড। সেখানেও নানা দোকানপাট। মোমো থেকে মাঞ্চুরিয়ান। ডাব থেকে ডেভিল। দেখেশুনে মনে হয় জায়গাটির মটো 'যেতে নাহি দিব।' তবু হায়, যেতে দিতে হয়।

সরাইখানাটি একেবারে নদীকূলে। সেটিই নাকি টাকী'র পাঁচতারা। বাংলা ফিলিম আর সিরিয়ালের দামি তারকারা নাকি শ্যুটিং করতে এসে এখানেই আতিথ্য গ্রহণ করেন। লাউঞ্জে তাঁদের নানা ছবিছাবা। সামনে নারিকেলের শাখে শাখে ঈষৎ উত্তুরে হাওয়ার ডাক। একটা সরলরেখার মতো ফৌজি ওয়াচটাওয়ার। দূরবীন চোখে ওপারের প্রতিবেশী রাষ্ট্র থেকে আসতে চাওয়া সম্ভাব্য পার্সোনা নন গ্রাটাদের উপর নজর রাখছেন তাঁরা। সরাইখানার গাড়ি ঢোকানোর পথটি ইউনিক। পটেশ্বরী মন্দির ও একটি জেদি ল্যাম্পপোস্ট এবং আগে পিছে গোটা দশেক মানে না মানা ভ্যানোগাড়ি সূচ্যগ্র মেদিনীর মধ্যে দিয়ে পেরোতে আকুল সেখানে। ব্যাক করে নিরাপদে গাড়ি ঢুকিয়ে ফেলতে পারলে সারা জীবনের জন্য ড্রাইভিং পরীক্ষায় পাস। পাটনায় গাড়ি চালানো'ও এর কাছে নস্যি। সে যাকগে। গাড়ি ঢোকানো মাত্র দু'টি সেনা বাহিনী আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। আপাতভাবে কোনও মিল নেই তাদের মধ্যে। একদলের সর্বাঙ্গে বসিরহাটি গামছার পসরা এবং অপরদলটি 'ভ্যানো'র চালক। এবার প্রথম দফা গামছা খরিদ ও ভ্যানোচালককে প্রতিশ্রুতি দেবার পর ছাড়া পাওয়া গেলো।

সঙ্গের পুঁটলি পোটলাগুলি হোটেলের ঘরে রেখে নীচে নামতেই অপেক্ষমান ভ্যানোসারথি সবলে গিরফতার করে নিলো আমাদের । আমরা ছ'জন। একটা কাঠের পাটাপাতা ঠেলাগাড়ি, সাইকেলের সঙ্গে আঁটা, তার নাম 'ভ্যানো'। চাকা আবিষ্কারের ঠিক পরেই মানুষ এই গাড়িটা বানিয়েছিলো। সম্প্রতি যোগ হয়েছে একটা মান্ধাতা আমলের বাইকের ইঞ্জিন। তাতেই পা ঝুলিয়ে বসতে হবে। পুরো 'চ্যালেঞ্জ নিবি না সালা' পরিস্থিতি।

-কতোক্ষণ বসতে হবে হে?

-এইতো ঘন্টা আড়াই...

-মাফ করো ভাই....

-না না শর্টেও সেরে দেওয়া যায়...

-আরে যাবেটা কোথায়?

-এইতো জমিদারবাড়ি, কুলেশ্বরী কালী, জোড়া শিবমন্দির, গোলপাতার জঙ্গল, মিনি সুন্দরবন, জেনারেল শংকর রায়চৌধুরীর বাড়ি...

-জেনারেল রায়চৌধুরীর বাড়ি ???

-ওখানে সবাই যায়...

-কেন হে?

-ঐ যে শুনছেন না মাইকে বলছে....

তখন খেয়াল হয়। চারদিকে গোটা চল্লিশ পিকনিক পার্টির মাইক ছাপিয়ে নদীর বাঁধাঘাটে একটা মাইকে অম্বুলে রোগীর ঢেঁকুরের মতো মাঝে মাঝেই বেজে উঠছে" আমার নাই হলো পারে যাওয়া...' তার পর রেকর্ডেড কণ্ঠস্বরে টাকির কোথায় কোথায় যেতে হবে তার ফিরিস্তি। সেটা শুনে জানতে পারি জেনারেল রায়চৌধুরীর বাড়ি কতো বড়ো একটা দ্রষ্টব্য। তিনি তো কলকাতাতেই থাকেন। শুনেছি পুজোর সময় যান গ্রামের বাড়ি। ‘পল্টুদা’ ইস্টাইল। মানে, যখন ‘পল্টুদা’ আমাদের মধ্যে ছিলেন ।

-দ্যাখো বাপু, অতোক্ষণ ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসা অতি পাপ। আমি মাঝে মাঝে নেমে পড়ে হেঁটে যাবো...

'ভ্যানো'র স্প্রিংপাত্তি বলে কিসু নাই। তার উপর রাস্তাটিও ঠিক 'রাস্তা' নয়। লোকে যায়, তাই 'রাস্তা'। লাফঝাঁপ কেমন করবে তা সহজেই বোঝা যায়। পাটার উপর পদ্মাসনে বসার মতো যোগসাধনা নেই। তবু তিলু-বিলুর নদীর দেশ বলে কথা। এটুকু কষ্ট না করলে কী করে হবে। তবু তো এখানে আমাকে কেউ সিয়াচিন গিয়ে যুদ্ধ করতে বলছে না। 'দেশপ্রেম' উদযাপন করতে এটুকু করতেই হয়। অতএব, চরৈবেতি...

চড়ে বসি এবং ভ্যানো তার যাত্রা শুরু করে। আমরা চারদিকে জলা, কচুবন, বাঁশঝাড়, নারকেল-সুপুরি, খোড়ো ঘর, নয়ানজুলি, নোনাধরা ইঁটের নিশ্চিন্দিপুর দেখতে দেখতে গড়িয়ে যাই। সাবধানতাবলতে শুধু ক্যামেরাটা সামলে রাখা। ঠোকাঠুকি না লাগে। একটা দীঘির এপার থেকে দেখি

একজোড়া বাংলা মন্দির। মাঝখানে একটা একতলা শাদা বাড়ি। কপালে লেখা টাকী উত্তর পল্লীসঙ্ঘ-১৯৩৮। লাল-নীল-সবুজে মিলে চোখজুড়োনো ভিজ্যুয়াল। দাঁড়াই। ছবি নিই। মন্দির'দুটির বয়স নাকি দুশো বছরের বেশি। ১২০৮ বঙ্গাব্দে জমিদার গোপীনাথ রায়চৌধুরী এই মন্দির, পুকুর প্রতিষ্ঠা করেন। নতুন রংচং হয়েছে। দীঘিতে লোকজন স্নান করছে। সবুজ জলে লাল গামছা।

ভ্যানো আবার চলতে শুরু করে। বনবাদাড়ঘেরা একটি জীর্ণ ইঁটের মিনার। জানা যায় সেটি একটি নলকূপ। মলিন মর্মরফলকটিতে লেখা আছে কোনও এক শ্রীমতী স্বর্ণলতা বসু প্রয়াত পতিদেবের স্মৃতিতে ১৩৩৮ সালে এই নলকূপটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরু পিচঢালা রাস্তা দিয়ে ভ্যানো দৌড়োয়। একপাশে পাঁচিল অন্যদিকে বুনো সবুজের এলোমেলো। বাঁশঝাড় আর ডোবার আশেপাশে লালচে টালিছাদের উঁকি দেওয়া ভদ্রাসনগুলি বায়োস্কোপের মতো পিছিয়ে যায়।

Bengal @Taki, West Bengal
Shibanshu

Bengal @Taki, West Bengal
Shibanshu

ইছামতীর এই দক্ষিণ-পশ্চিম পারের অঞ্চলটিতে রাজত্ব ছিলো পূর্ববঙ্গের গুহবংশীয় জমিদারদের। যাঁরা পদবি লিখতেন রায়চৌধুরী। জনৈক বিখ্যাত জমিদার কৃষ্ণদাস রায়চৌধুরী দাবি করতেন তাঁরা কনৌজ থেকে আগত প্রথম দলের আদি কায়স্থ বিরাট গুহের বংশজ। গুহদের সংখ্যাধিক্য পূর্ববঙ্গে হলেও পশ্চিমেও তাঁদের দেখা যায়। উভয়বঙ্গেই তাঁদের জাত্যাভিমান ব্যাপারটি বেশ প্রকট দেখেছি। আমার বাবা-মা, দুজনেরই মাতৃকুল গুহ। গুহদের দেখেছি কনৌজিয়া কানেকশন নিয়ে বেশ সচেতন থাকতে। গুহরা নানা খেতাবি পদবিও ব্যবহার করতেন । যেমন রায়চৌধুরী, মজুমদার, ঠাকুরতা, বক্সি ইত্যাদি। কৃষ্ণদাসও ব্যতিক্রম ছিলেন না। তবে কালক্রমে রায়চৌধুরীদের বংশ বিশেষভাবে বিস্তৃত হয়। টাকীতে সম্ভবত তাঁরা অর্ধেক আকাশ। বেশিও হতে পারেন। যতো পুরোনো ঘরবাড়ি, মাঠপুকুর দেখছি সবই রায়চৌধুরীদের কোনও না কোনও শরিক বংশের।

আগে বলতো গোলপাতার জঙ্গল। এখন নাম হয়েছে মিনি সুন্দরবন। সুন্দরবন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শোনা গেলো এখানে সে তল্লাটের গাছপালার প্রচুর দেখা মেলে। বিশেষত সুঁদরি, গরান। সুন্দরবনের হ্যালোফাইটিক ম্যানগ্রোভ জঙ্গল বস্তুত এখান থেকে শুরু হয়ে যায়। কাজুগাছের খুব রমরমাও দেখতে পাই। নদীর দিকে এগিয়ে যাওয়া সমতলে সারি সারি কামানো খেজুর গাছ। কবি'কে মনে পড়ে যায়। "আত্মরস লক্ষ্য ছিল বলে/ ইক্ষু মরে ভিক্ষুর কবলে/ ওহে মূর্খ, ইহা দেখে শিক্ষ্য/ ফল দিয়া রক্ষা পেল বৃক্ষ"। কিন্তু হায়! ফল দিয়েও খর্জুরের রক্ষা নাই। রসের সন্ধান তার হৃদয়ে। এ তল্লাটের খেজুর রস ও গুড় দেশের সেরা সঞ্চয়। খেজুর আর কলাবনের মাঝখান দিয়ে রাস্তার ধারে একটা গুমটি। 'সীমাসুরক্ষা' বলের দু'তিন জন জওয়ান বসে পরিচয়পত্র দেখছেন। আরেকটু এগিয়ে দেখি মাটির পথের ধারে একটা বেঞ্চি পেতে একজন সান্ত্রী বসে। ভারতভূমির সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার মহতী দায়িত্বে উৎসর্গিত জীবন তাঁর। শুধু আমাদের মতো পাপীদের চোখে পড়ছে অন্যকিছু। খুব মন দিয়ে তিনি হ্যাট হ্যাট করতে করতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গরু-ছাগলের সারি দেখে যাচ্ছেন। আপাতত দেশের সামনে আর কোনও বিপদ চোখে পড়ছেনা তাঁর। একটা সিমেন্টবাঁধানোসিমেন্টবাঁধানোপথ এগিয়ে গেছে সবুজচালা দেওয়া একটা ছ'কোনা চালার দিকে। বেঁটে ওয়াচ টাওয়ার গোছের ব্যাপার। সেখান থেকে হাল্কা জঙ্গুলে একটা আবহ চারদিকে। তল্লাটটি সেলফি তোলার বৈকুণ্ঠলোক। লোকে সুযোগের সদ্ব্যবহারে পিছিয়ে থাকেনা। এভাবেই শেষ হয়ে যায় মিনি সুন্দরবনের দৌড়। দু'চার জন বেঞ্চি পেতে চনাছোলা শসার দোকান দিয়েছেন সেখানে। গ্রামীণ বিস্কুটও পাওয়া যাচ্ছে। সঙ্গে ডাব। তেমন স্বাস্থ্যবান নয় তারা। সবাই মিলে তাদের সদ্গতি করা গেলো। আবার সেই ভ্যানোর কোলে ফিরে আসা।

ফেরার পথে যেতে হবে রায়চৌধুরীদের বাড়ি। অবশ্য মোটামুটি যেকোনও বাড়িতে ঢুকে গেলেই ‘রায়চৌধুরীদের বাড়ি’ দেখা হয়ে যায়। কিন্তু এবার গন্তব্য জেনারেল রায়চৌধুরীর পৈতৃক ভদ্রাসন। বেশ, দেখে আসা যাক। একটি মস্তো গাছ। বাঁধানো গোল চবুতরা। একটা ভারি সুরম্য দীঘি। মাটির গ্রাম্য রাস্তা। শাদা রং করা আড়াইতলা একটি দালানবাড়ি। পাশে চণ্ডীমণ্ডপ। টিপিক্যাল পুরোনো সম্পন্ন মানুষের বসতবাটী। এই মূহুর্তে টাকী পল্লীর দর্শনীয় আকর্ষণ। দু'দণ্ড দাঁড়াই। আশেপাশে বিলিতি ধরণের থাম দেওয়া বারান্দা, ইঁটে নোনা ধরা পুরানিদর্শনের মতো বাড়িঘর। তেলেনাপোতা নতুন করে আবিষ্কারের একটা স্বাদ পাওয়া যায়। নদীর ধার দিয়ে টানা সরু রাস্তা। রিকশা, টোটো, ভ্যানো, বাইক, সাইকেল, গরু, ছাগল, কুকুর এবং কিছু মানুষ রাস্তা জুড়ে। কেউ চলমান। কেউ নিশ্চল। তবে নদীটি বয়ে চলেছে অবিরাম।

Municipal Guest House,
@Taki, West Bengal
Shibanshu

মাঝে মাঝেই চমকে দিয়ে বেজে ওঠা " নাই বা হলো পারে যাওয়া" এবং তার সঙ্গে কোনও বিফল কবির লেখা ট্যুরিস্ট টানার কাব্যময় আহ্বানটি বেশ বিহ্বল করেছিলো আমাদের। 'ইছামতী নদী ভ্রমণ-পরিচালনায় ফ্রেন্ডস গ্রুপ' আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলো এই 'তরীতে পা দিইনি' পার্টিকে গিরফতার করার জন্য। ভেবেচিন্তে স্থির হলো যখন ততোক্ষণে শীতের বিকেল ঝপ করে নেমে এসেছে। নদীর রোদ সকালদিকে সেঁকতে যাওয়াই প্রশস্ত।

Dusk @River Ichhcmati,
@Taki, West Bengal
Shibanshu

Ghat of River Ichhamati @Taki, West Bengal
Shibanshu

তখন তো বেলা গড়িয়েছে। অন্তত ঘড়িতে। কিন্তু আবছা ধূসর কুয়াশাতে ইছামতীর জল ঘুমিয়ে। ওপারের সাতখিরা জেলার তটভূমি একেবারে অস্পষ্ট তখনও। আমরা মাঝির কাছে যাই। অমন একটা সকালে দরদাম করতে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু হায়, করতে হয়। জালিম জমানা।

পায়ে পায়ে চড়ে যাই। আমি তো ক্যামেরা সর্বস্বানন্দ। তাই ছইয়ের ছাতে চড়ে বসি নির্বিকল্প দৃশ্যের সন্ধানে। উপরে চাঁদোয়া আর সামনে তিরঙ্গা। প্রচুর আওয়াজ ও ধোঁয়ার প্রদূষণ ছড়িয়ে নৌকোটি তীর ত্যাগ করে। মাঝনদী ধরে দক্ষিণের দিকে। মাঝে মাঝে চড়া। মধ্যরেখার ওপাশে হলে বাংলাদেশী গাদানৌকো, এপাশে হলে 'ইন্ডিয়ান' ভটভটিতে মাটি কেটে তোলা হচ্ছে। জলযানগুলি সবগুলিই প্রায় বাবা নূহের টেকনোলজিতে বানানো। যতো এগোয় ততো নদী চওড়া হয়। গন্তব্য মাছরাঙা দ্বীপ।

আরো এগিয়ে গেলে ইছামতী, মাতলা, বিদ্যাধরী, রায়মঙ্গল নানা সরিৎবাহিনী কোলাকুলি, কাটাকুটির খেলায় ব্যস্ত। ও তল্লাট এখন বাংলা ছবি আর সিরিয়াল শুটিঙের স্বর্গরাজ্য। মাঝির খুদে চ্যালাটি অতি উৎসাহে বিভিন্নদিকে আঙুল ঘুরিয়ে অসংখ্য ফিলিম-সিরিয়ালের নাম মুখস্থ বলে যাচ্ছিলো। দুর্ভাগ্যবশত এই নৌকোর যাত্রীরা প্রায় কোনও নামের সঙ্গেই পরিচিত নয়। কিন্তু তাতে তার জোশ কমেনা। সেই ছোটোবেলায় স্বামীজীর লেখায় পড়েছিলুম তু-ভায়াকে লেখা চিঠিতে। উনিশ শতকের শেষ থেকেই গঙ্গানদীর দু'পার কীভাবে কলকারখানায় দূষিত হয়ে পড়েছে। শহর থেকে এতোদূরে এসেও নদীর নিস্তার নেই। এদেশ ওদেশ দুদিকেই সারি সারি ইঁটভাটা থেকে উড়ে যাওয়া চিমনির ধোঁয়া। নদীর চড়া থেকে মাটি কেটে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইঁটকলের খিদে মেটানোর জন্য। ওপারে তীরভূমিতে ধূসর আলো মেখে হাওয়ায় ওড়ে সারি সারি ক্যাজুরিয়ানা বীথি। মাঝে মাঝে গুদামের মতো দেখতে চালাবাড়ি। আর কিছু নেই। মাঝি বলে সাতখিরা শহর ওখান থেকে আরো দু'চার কিমি যেতে হবে। নদীর বিপরীতে। নদীর নাম কীর্তিনাশা কেন হয় তার একটি উদাহরণ খুব প্রকট টাকীতে। জমিদারবাড়ি নামে প্রায় বিলুপ্ত যে নির্মাণটি ইছামতীর বুকে ভেঙে পড়ছে, তাকে দেখলে স্পষ্ট হয় বিশেষণটি। সত্যিকথা বলতে কী এই ভেঙে পড়া ভদ্রাসনটিই টাকীর মূল পুরাতাত্ত্বিক আকর্ষণ।

River Ichhamati @Taki, West Bengal
Shibanshu

Ruins of glory@Taki, West Bengal
Shibanshu

গঙ্গার ভাঙনের মুখে এখনও দাঁড়িয়ে একটি বনস্পতি। তার শিকড়-বাকড়-ডালপালা-ঝুরি-পাতা সব কিছু সাজিয়ে। তাকে জড়িয়ে আছে একটি ভেঙে পড়া প্রাসাদের অন্তর্জলী ইঁট আর দেওয়ালের ছল। দেওয়ালের কুলুঙ্গিতে অসহায় দেবতাদের ভাঙাচোরা বাসরিলিফ। শুধু কালের তক্ষক এখনও আড়ালে। অন্তত আমাদের সামনে আসছেনা সে। একদিন জোয়ারের হড়পা আক্ষেপে তলিয়ে যাবে এইসব রাজাগজার প্রতাপী আড়ম্বর। শুধু ছবি, হায় শুধু ছবি হয়েই থেকে যাবে তারা। একটা শিরশিরে সর্বনাশের শিস বেজে যাচ্ছে ঐ বটপাতার মুকুট ঘিরে।

এই গাছটির অন্যদিকে ধুলোরাঙা রাস্তার উপর দু'চারটে প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ যেমন-তেমন চুনসুরকির টানে বেঁধে রাখা ভদ্রাসন হয়ে টিকে থাকতে চাইছে। কিন্তু ভাঙনের ডাক তারাও এড়াতে পারবেনা। খিলান দেওয়া দরজা-জানালা, লাল ইঁটে নোনা ধরেছে, ভাঙা মিনারে জেগে উঠেছে সতেজ দুব্বোচারা। পাখিদের দৌলতে কার্নিশের কোণে তরতর বেড়ে উঠেছে শ্যাওড়ার নবীন কিশোর। দূরে ইছামতী যেখানে পশ্চিমে ঘুরে যায়, সেখানে সূর্য ডুবছে বহতা জলের টানে। ভাঙা মহলের শিল্যুয়েট ছায়ার আবেশে দাঁড়িয়ে দেখি। বিভূতিভূষণের রাজপাটে গথিক সর্বনাশের মানচিত্র আঁকা হয়ে যাচ্ছে আলোছায়ার ব্রাশস্ট্রোকে। পশ্চিমের সূর্য একেবারে নিভে যাবার আগে আরো একবার গিয়ে দাঁড়াই সেই বনস্পতির শিকড় সাম্রাজ্যে। মায়াবী টানে। চোখ বুজে জানতে চাই, আপনি কে? একটু দ্বিধা করে তিনি পাতার ফিসফিসে স্পষ্টস্বরে বলে ওঠেন " আমার নাম শ্রীযুত বৃক্ষনাথ রায়চৌধুরী।"
সূর্য টুপ করে তলিয়ে যায় বিদ্যাধরীর ঘোলা জল আর দিকচক্রবালে।

Selected Comments

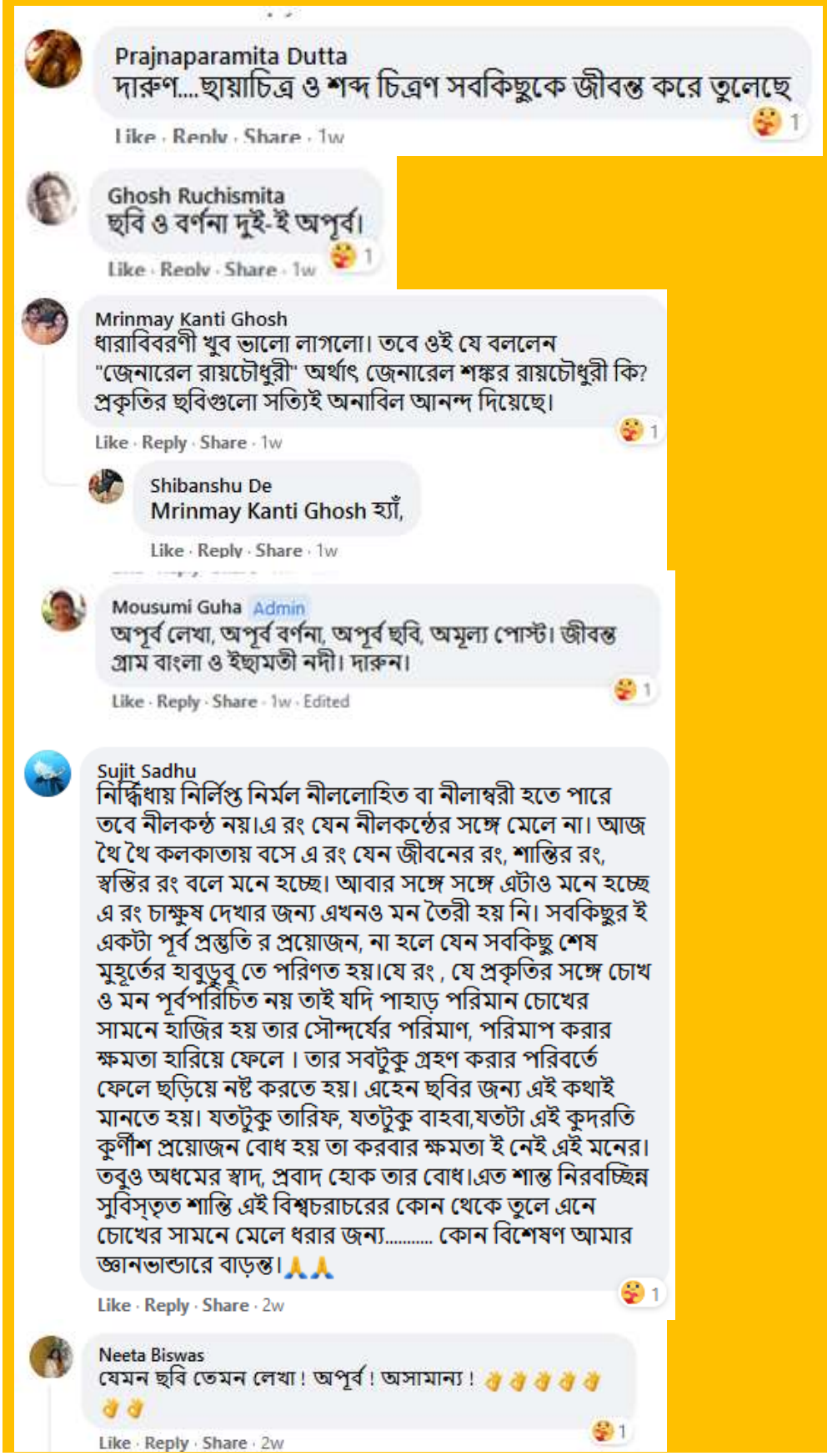

Prajnaparamita Dutta
দারুণ....ছায়াচিত্র ও শব্দ চিত্রণ সবকিছুকে জীবন্ত করে তুলেছে
Like · Reply · Share · 1w · 1

Ghosh Ruchismita
ছবি ও বর্ণনা দুই-ই অপূর্ব।
Like · Reply · Share · 1w · 1

Mrinmay Kanti Ghosh
ধারাবিবরণী খুব ভালো লাগলো। তবে ওই যে বললেন "জেনারেল রায়চৌধুরী" অর্থাৎ জেনারেল শঙ্কর রায়চৌধুরী কি? প্রকৃতির ছবিগুলো সত্যিই অনাবিল আনন্দ দিয়েছে।
Like · Reply · Share · 1w · 1

Shibanshu De
Mrinmay Kanti Ghosh হ্যাঁ,
Like · Reply · Share · 1w

Mousumi Guha Admin
অপূর্ব লেখা, অপূর্ব বর্ণনা, অপূর্ব ছবি, অমূল্য পোস্ট। জীবন্ত গ্রাম বাংলা ও ইছামতী নদী। দারুন।
Like · Reply · Share · 1w · Edited · 1

Sujit Sadhu
নির্দ্বিধায় নির্লিপ্ত নির্মল নীললোহিত বা নীলাম্বরী হতে পারে তবে নীলকণ্ঠ নয়।এ রং যেন নীলকণ্ঠের সঙ্গে মেলে না। আজ থৈ থৈ কলকাতায় বসে এ রং যেন জীবনের রং, শান্তির রং, স্বস্তির রং বলে মনে হচ্ছে। আবার সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হচ্ছে এ রং চাক্ষুষ দেখার জন্য এখনও মন তৈরী হয় নি। সবকিছুর ই একটা পূর্ব প্রস্তুতি র প্রয়োজন, না হলে যেন সবকিছু শেষ মুহূর্তের হাবুডুবু তে পরিণত হয়।যে রং , যে প্রকৃতির সঙ্গে চোখ ও মন পূর্বপরিচিত নয় তাই যদি পাহাড় পরিমান চোখের সামনে হাজির হয় তার সৌন্দর্যের পরিমাণ, পরিমাপ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে । তার সবটুকু গ্রহণ করার পরিবর্তে ফেলে ছড়িয়ে নষ্ট করতে হয়। এহেন ছবির জন্য এই কথাই মানতে হয়। যতটুকু তারিফ, যতটুকু বাহবা,যতটা এই কুদরতি কুর্ণীশ প্রয়োজন বোধ হয় তা করবার ক্ষমতা ই নেই এই মনের। তবুও অধমের স্বাদ, প্রবাদ হোক তার বোধ।এত শান্ত নিরবচ্ছিন্ন সুবিস্তৃত শান্তি এই বিশ্বচরাচরের কোন থেকে তুলে এনে চোখের সামনে মেলে ধরার জন্য..... কোন বিশেষণ আমার জ্ঞানভান্ডারে বাড়ন্ত।🙏🙏
Like · Reply · Share · 2w · 1

Neeta Biswas
যেমন ছবি তেমন লেখা ! অপূর্ব ! অসামান্য ! 👌👌👌👌👌👌👌
Like · Reply · Share · 2w · 1

গেছিলাম কালনা

অলকরঞ্জন বসুচৌধুরী

গেছিলাম কালনা,
এঁচোরের ডালনা,🥣
সাথে ছিল, তবে সেটা
হোম-মেড, ঝাল 🌶️না!
চড়িনিকো রেলগাড়ি,🚂
তাতে ঠেলাঠেলি ভারী
এ যে ছিল হাওয়া গাড়ি,🚕
কাটোয়া লোকাল না!🚂
হাওয়া ছিল ফুরফুরে🏞️
আরামে ফিরেছি ঘুরে-🚕
না গরম, না ঠান্ডা-
এসি 📼না, বা শাল🧣 না।
পথঘাট 🛣️বেশ ভালো,
নয় খুব অগোছালো,
মোটামুটি মসৃণ -🏞️
চড়াই না, ঢাল না!📈
পার হলাম 🚦কত পথ,🌉
কত হাট,📜 জনপদ,🏭

রেললাইন, 🛤️কত সেতু🌉
আর নদী, (খাল না)।🪨
দেখেছি পথের ধারে🏞️
ঘরবাড়ি সারেসারে,🏘️
তবে শুধু মন কাড়ে
ধানক্ষেত 🏞️(আল না)!
ঘুরেছি কত না পাড়া,□
গির্জা,⛪ইমামবাড়া,🕌
আমাদের নেই তাড়া --
(জমিদারী চাল,🚶না?)
জীবনের কলগীতি,
মানুষের প্রেমপ্রীতি - 💏
এসবও দেখেছি কত,
সব খাঁটি,❤️জাল না!
দেখেছি রাইয়ের 🐵কাছে
কানু🧍 তার প্রেম যাচে,□☒
যদিও গাছের নিচে-🛋️
তবে তা তমাল না!

দেখেছি কী মনোহর
গৌরীর পাশে হর,🐓🐓
পরনেতে শার্ট প্যান্ট -👕👖
ব্যাঘ্রের 🐅ছাল না।
মন্দির 🛕হেথা হোথা,🏛️🌊
অপরূপ টেরাকোটা,🐎
নিখাদ শিল্পরূপ,🗿
ঝুটো কোনো মাল না!
শেষ করে কথকতা🤦
জানাই একটি কথা 💁
আমরা তো সুখী জীব,🤰
হরিদাস 😥পাল না -
তাই সারাদিন ধরে
কী বলব, গাড়ি চড়ে🚗
দিনশেষে হল কী যে
কোমরের হাল না !😢
ভাবি তাই কী মলম
দেবে কিছু উপশম!
শুয়ে শুয়ে একদম
রব আজ (কাল না)।😊

ফেব্রুয়ারি, ২০২০

পার হলাম কত পথ.....

কত সেতু জনপদ.....

কালনায় আমাদের হাওয়াগাড়ি

হংসেশ্বরী মন্দির, বাঁশবেড়িয়া।

পাশে বাঁদিকে পোড়ামাটির অনন্ত বাসুদেব মন্দির। বাঁকুড়া নিবাসী রামেশ্বর দত্তরায় ১৬৭৯ সালে এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরই এক বংশধর নৃসিংহদেব তাঁর মা হংসেশ্বরী দেবীর নামে ডান দিকের কালী মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেছিলেন ১৮০২ সালে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী শংকরী দেবী ১৮১৪ সালে এই মন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করেন।

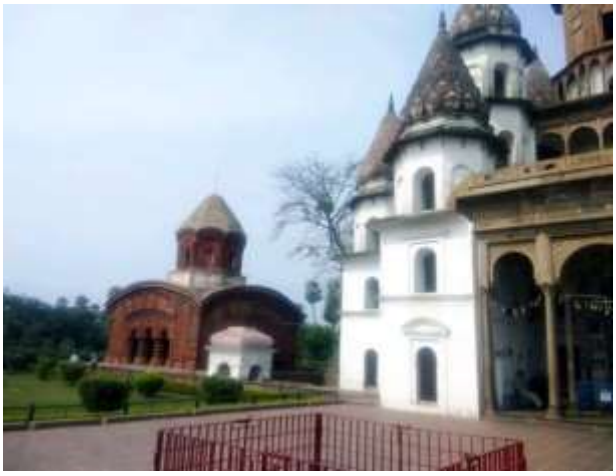

হংসেশ্বরী মন্দিরের সামনে। ফেব্রুয়ারি ২০২০।

"দেখেছি রাইয়ের কাছে কানু তার প্রেম যাচে...."
হংসেশ্বরী মন্দিরের চত্বরে।

"গৌরীর পাশে হর....."
১০৮ শিবমন্দির, কালনা।

কালনার একশো আট শিব মন্দিরগুচ্ছ।এই মন্দিরগুচ্ছ ১৮০৯ সালে বর্ধমান মহারাজা তেজসচন্দ্র বাহাদুর নির্মাণ করিয়েছিলেন। জপের মালার মত বিন্যাসে এই মন্দিরগুলি নির্মিত।

রাজবাড়ি প্রাঙ্গনে সুউচ্চ ২৫ চূড়ার কৃষ্ণচন্দ্র মন্দির। ১৭৫২ সালে মহারাণী লক্ষ্মী কুমারী দেবী এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন।

কালনা রাজবাড়ির চত্বরে রাসমঞ্চ। পেছনে গাছের আড়ালে লালজি মন্দির।

তাপেশ্বর শিব মন্দিরের অন্যতম প্রবেশদ্বারের ওপরের খিলানে টেরাকোটা নকশায় রাম রাবণের যুদ্ধের দৃশ্য , মাঝখানে দেবী দুর্গা।

উড়িষ্যার রেখদেউল পদ্ধতিতে নির্মিত এই মন্দিরটি ১৮৪৯ সালে মহারাণী প্যারিকুমারী তাঁর স্বামী প্রতাপচাঁদের নাম অনুসারে প্রতিষ্ঠা করেন। শুনেছি, মন্দিরের গর্ভগৃহে কালো পাথরের বড় শিবলিঙ্গ অবস্থিত। মেরামতির কাজ চলায় সেটি আমরা দেখতে পারিনি। (আমরা গিয়েছিলাম ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে)।

প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরের অন্যতম খিলানে টেরাকোটায় রূপায়িত গৌরনিতাইয়ের নগর সংকীর্তনের দৃশ্য।ঊনবিংশ শতক।

প্রতাপেশ্বর শিবমন্দিরের একটি প্যানেলে রামসীতার মূর্তি।

"অপরূপ টেরাকোটা...."
যুদ্ধরত সৈনিকদের মূর্তি।

"নিখাদ শিল্পরূপ..."

"গেছিলাম কত পাড়া- গির্জা...."
ব্যান্ডেল চার্চের প্রাঙ্গনে।

"ইমামবাড়া...."
হুগলি ইমামবাড়ার ভেতরের প্রাঙ্গনে।

"হাওয়া ছিল ফুরফুরে...."
ব্যান্ডেল চার্চের সামনে

Selected Comments

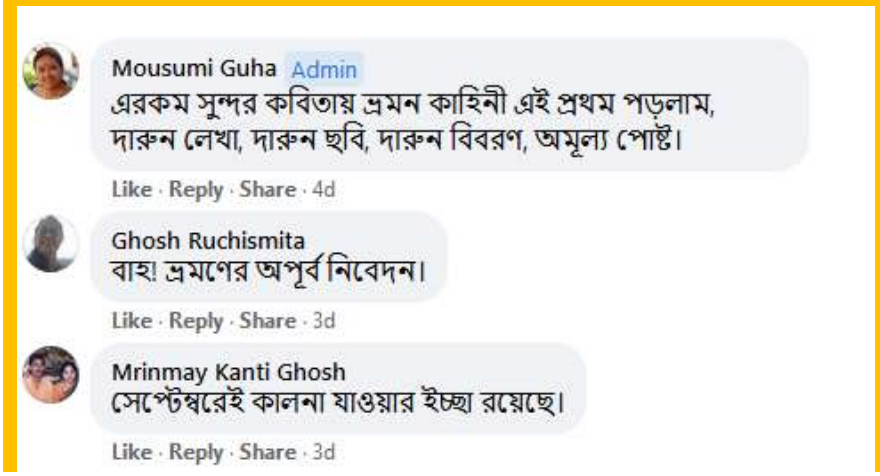
Mousumi Guha Admin
এরকম সুন্দর কবিতায় ভ্রমন কাহিনী এই প্রথম পড়লাম,
দারুন লেখা, দারুন ছবি, দারুন বিবরণ, অমূল্য পোষ্ট।
Like · Reply · Share · 4d
Ghosh Ruchismita
বাহ! ভ্রমণের অপূর্ব নিবেদন।
Like · Reply · Share · 3d
Mrinmay Kanti Ghosh
সেপ্টেম্বরেই কালনা যাওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।
Like · Reply · Share · 3d

সূচীপত্র

রানী কি ভাও - একটু ফিরে দেখা ইতিহাস

সৌমিত্রি সাধু

বিবাহোত্তর প্রেম বড়ো বিতর্কিত বিষয়. এ হোলো অনেকটা কালিদাসের ধাঁধার মতো. "নেই তাই খাচ্ছো, থাকলে কোথায় পেতে ".আমার মত ভুক্তভোগীরা বলবেন এ তো ইয়েতির অস্তিত্ব প্রমানের থেকেও কঠিন ব্যাপার. সব্বাই ধরে নিয়েছে 'তিনি' আছেন, কিন্তু ব্যাস, ঐ পর্যন্তই. আবার বিশুদ্ধবাদীরা রে রে করে তেড়ে এসে বলবেন, সেকি কথা??? বিবাহোত্তর প্রেমের এত্ত বড়ো একটা নিদর্শন এই হাতের কাছে রয়েছে, সেটা কি চোখে পড়ছেনা কারও??? মানে ঐ চোদ্দোতম সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে সামান্য বেশি রক্তপাতে মৃত স্ত্রীর প্রতি অসীম ভালোবাসার স্মৃতিতে তৈরী পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি...সেটি বুঝি ভুলে গেলে এত সহজে???

আরে বাবা, সেকথা কি আর অস্বীকার করার উপায় আছে??? হাজার হোক, পতি পরমেশ্বরের ভালোবাসা বলে কথা !!!তবুও নিন্দুকেরা কত কথাই না বলে !!!থাক সেসব কথা, আজ আমরা বরং একটু অন্যরকম ভাবে ভাবতে চেষ্টা করি. আচ্ছা, এরকমই কোনো নিদর্শন যদি কোনো স্ত্রী তাঁর প্রয়াত স্বামীর স্মৃতিরক্ষার্থে তৈরী করতেন??? আর সেই নিদর্শনটিও এমন হতো, যা কিনা রাজ্যের প্রজাদের দারুণ দুর্দিনে দেবতার আশীর্বাদের ভূমিকা নিতো, তাহলে সেই প্রেম বুঝি ভালোবাসার ইতিহাসে একটি পাতা দখল করতে পারেনা???

চালুক্য বংশীয় সোলাঙ্কি রাজ ভীমদেব, সিংহাসনলাভের চারবছরের মধ্যেই সুলতান মামুদের লুণ্ঠন বিধ্বস্ত সোমনাথ মন্দিরের পুনর্নির্মাণ করেই শুধু ক্ষান্ত হলেন না,মন দিলেন সাম্রাজ্য পুনর্বিন্যাসেও. রাজধানী পাটন হয়ে উঠলো এক সমৃদ্ধ নগরী. কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহে ক্রমাগত দুর্বল হতে থাকা শরীর একসময়ে সঙ্গত্যাগ করলো.রয়ে গেলেন রানী উদয়মতী, পুত্র কর্ণদেবকে সাথে নিয়ে.রাজধানী পাটনের পার্শ্ববর্তী এলাকা তখন ভুগছে অনাবৃষ্টিতে.প্রজাদের তীব্র জলকষ্ট মেটাতে পদক্ষেপ নিলেন উদয়মতী. প্রয়াত ভীমদেবের স্মৃতিতে তৈরী করলেন গুজরাতের সর্ববৃহৎ স্টেপওয়েল বা ভাও, সোজা বাংলায় যাকে বলে গভীর কুয়ো. রানীর তৈরী বলে তাঁর নাম হোলো "রানী কি ভাও".

হাসি পেলো??? শ্বেতমর্মরের সমাধিমন্দির নয়, আকাশছোঁয়া কোনো সৌধশ্রেণী নয়, শেষকালে কুয়ো???তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আমার মতো লোক ভাবতেই পারে যে, এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হোলো,

বিবাহিতা নারীর কাছে তাঁর স্বামীকে কুয়োর জলে ডুবিয়ে মারার একটা সুপ্ত বাসনা থেকেই হয়তো এই নিদর্শনটি সৃষ্টি করা হয়েছিলো. সে হতেই পারে, কিন্তু এরকম ভাবনা কার্যকর হওয়ার ফলে যে ব্যাপারটা তৈরী হোলো সেটি আজ UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শিরোপায় ভূষিত. মাটির নিচে প্রায় 90 feet গভীর এবং লম্বায় প্রায় 220feet এই জলাধারটি একটি উল্টানো মন্দিরের ধাঁচে বানানো. যা উপর থেকে নিচে সাতটি ধাপে নেমেছে. প্রতিটি ধাপে পাথর কুঁদে তৈরী একের পর এক অপূর্ব ভাস্কর্য. কোনো ধাপে বিষ্ণুর দশাবতার, আবার কোনো ধাপে দ্বাদশ গৌরির তেজোদীপ্ত বহিঃপ্রকাশ. কোথাও অপ্সরার লাস্য, আবার কোথাও দেবরাজ ইন্দ্রসহ অষ্ট দিকপালের সতর্ক পাহারা. বিপরীতদিকের দেওয়ালে উপর থেকে নিচে স্বর্গ, মর্ত, পাতালের দৃশ্যপট, আর সবার উপরে অনন্তশয্যায় বিশ্রামরত নারায়ণ.

মহিষাসুরমর্দিনী, রানী কি ভাও, পাটন

সব মিলিয়ে রানী কি ভাও এক অত্যাশ্চর্য মায়াজগৎ,যেন কোনো ঐন্দ্রজালিকের জাদুবলে সৃষ্ট. মানুষের তৈরী বলে ভাবলেও বিভ্রম হয়. নুতন একশো টাকার নোটে এর একটা ধারণা মেলে বটে, কিন্তু

তাতে এর বিশালত্ব, রাজকীয়তা, সর্বোপরি অলৌকিকতা ধরাছোঁয়ার নাগালে আসে না. তাঁর জন্য একটিবারের জন্য হলেও এই সুবিশাল কীর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয়.মুগ্ধ হতে হয়.

রানী কি ভাও, পাটন

রানী কি ভাও, পাটন

রানী কি ভাও, পাটন

কালভৈরব, রানী কি ভাও, পাটন

পাটনের বিস্ময়ের এখানেই শেষ নয়. রানী কি ভাও থেকে প্রায় 30কিলোমিটার দূরে অতীত গৌরব বুকে নিয়ে রিক্ত নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মধেরার সুবিশাল সূর্যমন্দির. সুলতান মামুদের হিংস্রতার সামনে হাতেগোনা কিছু সৈনিকের ব্যর্থ প্রতিরোধের নীরব সাক্ষী হয়ে. সোলাঙ্কিরাজারা নিজেদের সূর্যের প্রতিনিধি মনে করতেন.তারাই তৈরী করেন এই অদ্ভুত মন্দির, যাঁর গর্ভগৃহে অধিষ্ঠিত সোনার সূর্যমূর্তির পা ছুঁতো দিনের প্রথম সূর্যালোক. এমনই ছিলো এর নির্মাণশৈলী. সেই সূর্যমূর্তি লুণ্ঠিত হয়ে ঠাঁই পায় গজনীর রত্নভাণ্ডারে. মন্দির আজও শূন্য গর্ভগৃহ নিয়ে অপেক্ষারত.তাঁর সূর্য কোনোদিন কি আবার উদয় হবেন??? উত্তর মেলেনা.

মধেরা সূর্যমন্দির

মধেরা

মধেরা সূর্যমন্দির

মধেরা

মধেরা সূর্যমন্দির

মধেরা

মধেরা

সূর্য ডুবে যায়. সন্ধ্যা নামে পাটনে.নিরালা হয়ে আসে চারদিক. ফিসফিসিয়ে কথার আওয়াজ শোনা যায়. এ কি শুধুই বয়ে যাওয়া হাওয়ার আওয়াজ??? নাকি অসংখ্য শ্রমিকের অক্লান্ত পরিশ্রমের গুমরে ওঠা হাহাকার??? যাদের হাতে পাথর এভাবে সজীব হয়ে উঠতো, তাঁদের চোখের জল কি ঐ ভাও এর জলে মিশে নেই??? নাকি ঐ পাথরকুঁদে গড়ে ওঠা যক্ষ, অপ্সরার দল প্রাণ ফিরে পায় প্রতি রাতে, শত শত বছর ধরে চলতে থাকা রঙ্গমঞ্চের প্রতিটি দৃশ্যের যে সাক্ষী ছিলো তাঁরা. তাঁর দলিল তৈরী করতেই সমস্ত রাত কেটে যায়.সময় তো বড়োই কম. নতুন দিনের নতুন দৃশ্যের পট তৈরী করতে হবে, না???

.....

Selected Comments

সূচীপত্র

অজন্তা কথা

শ্যামলেন্দু কুমার

শিল্পবোদ্ধা আমি কোনকালেই ছিলাম না। রং তুলির আঁচড়ের অ আ ক খ আজও যে জানি তা বললে সত্যের অপলাপ হবে। তবুও অজন্তা আমাকে টেনেছিল।একটাই প্রশ্ন। প্রতি বছর এত বিদেশি ওখানে আসে,কিসের টানে? উত্তর জোগাল একটা বই। নারায়ণ সান্যালের "অপরূপা অজন্তা"। তাতে অজন্তা দেখার আগ্রহ বহুগুণ বেড়ে গেল। বস্তুতপক্ষে অজন্তাকে নিয়ে এইরকম গবেষণালব্ধ বই বাংলায় আর দুটি আছে কিনা সন্দেহ। অতএব সান্যাল মশাইয়ের বই বগলদাবা করে ফর্দাপুরে MTDC র গেষ্ট হাউসে হাজির হওয়া গেল। দিনটা ছিল 18ই অক্টোবর 2013,কোজাগরী পূর্ণিমার আগের দিন। দুদিনের জন্যে অজন্তার অপরূপ চিত্রসম্ভারের রস আস্বাদন করতে আসা। তখন কি আর জানি যে অজন্তার প্রেম দিন,ক্ষণ, মাস, বছর সব ভুলিয়ে দেয়। "এ আঠা লাগলে পরে ছাড়ে না"।। ©কুমার

মহারাষ্ট্রের ইন্দ্রাদ্রি পর্বতমালার বুক চিরে খাদের মধ্যে দিয়ে পথ করে নিয়ে ছুটে গেছে বাগোড়া নদী।নদীর গতিপথে সাতটি জলপ্রপাত। শেষ প্রপাতটির সামনে এক অশ্বক্ষুরাকৃতি বাঁক। সেই বাঁক ঘিরে অজন্তার 30টি গুহা অর্ধচন্দ্রাকারে সাজানো।শেষ গুহাটি আবিষ্কৃত হয়েছে এই সেদিন। 1956 সালে।

অজন্তা গুহাশ্রেণী

পাহাড় কেটে অজন্তা

MTDC রিসোর্ট—ফর্দাপুর

ফর্দাপুরের কোজাগরী পূর্ণিমা

বাড়ি তৈরি হয় জমির নীচে মাটি কেটে তৈরি ভিতের ওপরে আর অজান্তার গুহাগুলি খনন করা হয়েছিল পাহাড়ের উপর থেকে নীচে নামতে নামতে।

1819 খ্রীস্টাব্দে John Smith নামে এক ইংরেজ ক্যাপ্টেন বাঘ শিকারে বেরিয়ে হঠাৎ করে গুহাগুলি আবিষ্কার করে ফেলেন। সান্যাল মশাই দেখলাম এই বহুল প্রচলিত তত্ত্বে বিশ্বাসী নন।তাঁর মতে একদল ইংরেজ পল্টন 1817 সালে সর্বপ্রথম গুহাগুলির সন্ধান পান।সে যাই হোক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় হাজার বছর পরে প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পকৃতি, অজন্তার গুহার দেওয়ালে আঁকা অতুলনীয় চিত্র সম্ভারের নিদ্রাভঙ্গ হল। এই অবিস্মরণীয় চিত্রগুলির সৌজন্যে শিল্পরসিক পৃথিবীর সম্ভ্রম আদায় করে নিয়েছে অজন্তা। UNESCO র ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ স্বীকৃতির সম্মান পেয়েছে 1983 তে। ©কুমার

19 নং। গুহার সম্মুখভাগ

গুহা পরিক্রমণ পথ

1 নং গুহার প্রবেশদ্বার

চম্পেয় জাতকের নাগরাজ—19 নং গুহার বাইরের ভাস্কর্য

19 নং চৈত্যগুহার বৌদ্ধস্তুপ

19 নং গুহার বাইরের দেওয়ালের ভাস্কর্য

19 নং গুহার প্রবেশ তোরণ যার আদলে বেলুড় মঠের মন্দিরের প্রবেশ দ্বার নির্মিত।

অজন্তার 30টি গুহা কিন্তু পর্যায়ক্রমে 1, 2, 3, 4 এভাবে তৈরি হয়নি। অবস্থান অনুযায়ী তৈরি হওয়া গুহাগুলিতে পরে সংখ্যা বসানো হয়েছে। প্রবেশপথের প্রথমটি ১, পাশেরটি ২, তার পরেরটি 3 ইত্যাদি।

গুহাগুলি বৌদ্ধ ধর্মের দুটি পর্যায়ে(হীনযান ও মহাযান) খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে খ্রীস্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় সাতশ বছর ধরে তিল তিল করে গড়ে উঠেছিল। লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়েছিল আরও এগারশ বছর।এই দীর্ঘ সময় ধরে ঝড় ঝঞ্ঝা,ঘন জঙ্গল,আগাছা, বন্যপ্রাণী,কীটপতঙ্গ, ইত্যাদি চিত্রগুলির যে ক্ষতি করতে পারেনি গত দেড়শ বছরে অবিবেচক মানুষের লোভ,লালসা আর আত্মম্ভরিতা অজন্তাকে সেই সর্বনাশের পথে ঠেলে দিল। "সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।" এ সম্বন্ধে বিস্তারিত "অজন্তা অপরূপা"তে দেওয়া আছে।কৌতূহলী পাঠক দেখে নিতে পারেন। আজ অজন্তার যে ক্ষত লাঞ্ছিত, ক্ষয়িষ্ণু ছবিগুলি দেখতে পাই তা সেই কালোপাহাড়ি অত্যাচারেরই ফসল।

16 নং গুহার সিলিং,দেওয়াল ও থামে আঁকা ফ্রেস্কো।

অজন্তার 30 টি গুহার মধ্যে 9,10,19 26 ও 29 হচ্ছে চৈত্য বা উপাসনাগৃহ। বাকি 25 টি বৌদ্ধ বিহার বা শ্রমণ ভিক্ষুদের আবাসস্থল। এগুলির মধ্যে 9 ও 10 চৈত্য দুটি হীনযান (খ্রীস্টপূর্ব ২য় শতাব্দী থেকে ১ম শতাব্দী) আর 19, 26 ও 29 চৈত্য তিনটি বৌদ্ধ ধর্মের মহাযান আমলে (400 থেকে 650 খ্রীস্টাব্দ) নির্মিত। হীনযান বৌদ্ধধর্মে বুদ্ধদেবের কোন মূর্তি তৈরি করা হত না। শাক্যমুনিকে বোঝাতে ধর্মচক্র, স্তূপ, চরণ চিহ্ন, শূন্য সিংহাসন বা পদ্মফুল ব্যবহার হত। তার মানে যে কোন বুদ্ধমূর্তিই মহাযান যুগকে সূচিত করে।

নিরলস সাধনা ও বহিঃশত্রুর চোখের আড়ালে থাকার উদ্দেশ্যে দুর্গম পাহাড় কেটে বানান হয়েছিল গুহাগুলি।

একই চিন্তা ভাবনা বোধহয় কাজ করেছিল গ্রীসের Meteora তে। দেখেছি খুব লম্বা উঁচু উঁচু পাথরের স্তম্ভগুলির একেবারে মাথায় তৈরি হয়েছিল মনাস্ট্রিগুলি। পৌঁছনোর একমাত্র রাস্তা ছিল দড়ি বেয়ে ওঠা। এখন অবশ্য গাড়ি যায়। মনাস্ট্রিতে পা রেখে শিহরণ জাগে। ভাবলে অবাক লাগে যে দেশ কাল জাতি নির্বিশেষে আধ্যাত্মিক চিন্তাধারা একই সরণি বেয়ে চলে।। ©কুমার

শেষ জাতক তুষিত স্বর্গের বুদ্ধ

হংস জাতক

ইরাবতী ও পুণ্যক

ইরাবতী

ছদন্ত জাতক

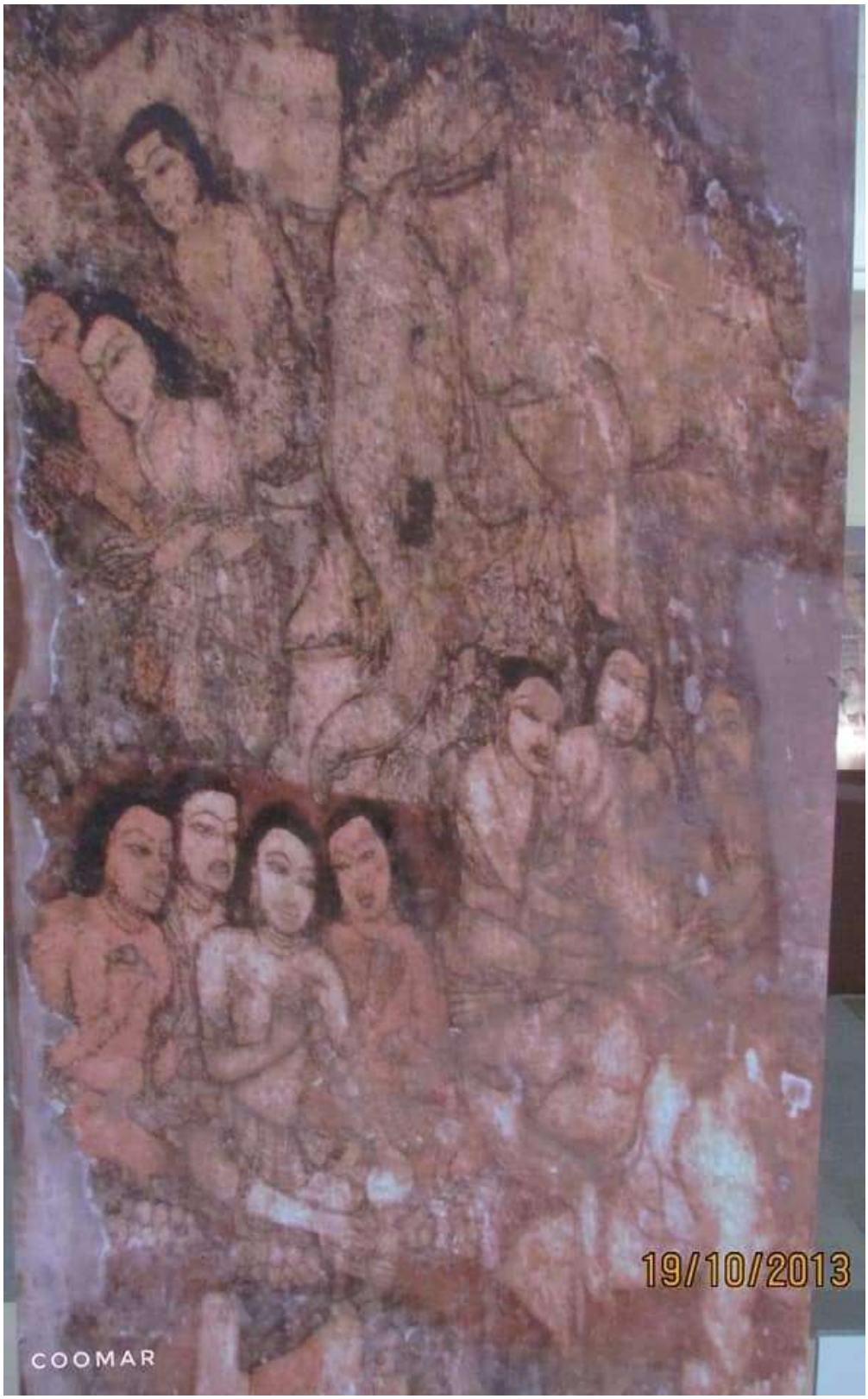

মহাজনক জাতক

রবিঠাকুরের গানে "করুণাঘন" শব্দটা ফিরে ফিরে এসেছে। পদ্মপাণির ছবিটি তার জাজ্বল্য প্রতিরূপ। ঈষৎ বঙ্কিম ভঙ্গিতে, অর্ধনিমিলিত নয়নে বোধিসত্ত্ব দাঁড়িয়ে আছেন।হাতে একটি সাদা পদ্ম বুকের কাছে ধরা। ভাষার অলংকার দিয়ে এ মূর্তিকে বোঝানো অসম্ভব বলেই মনে হয়েছে। এ মূর্তির সামনে না দাঁড়ালে বোঝা যাবে না এতাবৎ কাল ধরে এর বহুল প্রচারিত নকলগুলি কতটা ফিকে। ইনি সর্বশ্রেষ্ঠ,মহিমাময়। ধন্য তোমার কৌশলী তুলির টান হে প্রাচীন চিত্রকর।

এ ছাড়াও আছে শিবি, মহাজনক, শঙ্খপলা, চম্পেয় জাতক ইত্যাদির ফ্রেস্কো

একটা কথা না বললেই নয়। গুহার অভ্যন্তরে আলো খুব স্তিমিত। নেই বললেই চলে। উজ্জ্বল আলোতে ছবির জৌলুস চিড় খাবে বলে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বালানো একেবারেই নিষিদ্ধ। তাছাড়া অবধারিতভাবে কালের গ্রাসের থাবা এড়াতে পারেনি মাস্টারপিসগুলি। হাজার হাজার বছর আগে আঁকা ছবি খুব কষ্ট করে চিনে নিতে হয়। আমার সাধারণ ক্যামেরায় তাই ভালো ছবি আসেনি।

দর্শনার্থীদের এই অসুবিধার কথা ভেবেই বোধহয় গুহাগুলির বাইরে একটু দূরে Archeological Survey of India 1912 সালে 1, 2, 16, ও 17 নং গুহার ছবিগুলোর নকল (Replica) সম্বলিত একটি গ্যালারি তৈরি করে দেন।। ©কুমার

আমার কিছু ছবি সেখান থেকেও নেওয়া।

শ্রাবস্তী বুদ্ধ

অপরাধী নর্তকীর ক্ষমাভিক্ষা

দুই বিদেশির আড্ডা—সিলিংয়ের ফ্রেস্কো

অনেক কথা বাকি রয়ে গেল। স্বল্প পরিসরে সাধ্যানুযায়ী জানালাম। এর বেশি জানতে উৎসাহী পাঠকেরা নারায়ণ সান্যালের শরণাপন্ন হতে পারেন।

এটুকু বলা বোধহয় বাহুল্য দোষে দুষ্ট হবে না যে চর্ম চক্ষে এইসব ছবি না দেখলে জীবনের একটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।। অবিস্মরণীয় এক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হয় মন। অতীত এখানে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে।

"জানহ যে কর সন্ধান"

তথ্য ঋণ : অপরূপা অজন্তা, নানা ভ্রমণ বৃত্তান্ত,উইকিপিডিয়া ও UNESCO র জার্নাল।. ©কুমার

অজন্তা যাবার সবচেয়ে কাছের স্টেশন জলগাঁও। আমরা অবশ্য গিয়েছিলাম মুম্বাই অওরঙ্গাবাদ হয়ে। গুহার খুব কাছে থাকার জায়গা ফর্দাপুর ট্যুরিস্ট লজ আর T Junction গেস্ট হাউস। Online এ বুক করা যায়। অজন্তা ভালোকরে দেখতে হলে কমপক্ষে পুরো দুটো দিন দিতে হবে। টিকিট 40 টাকা। সোমবার বন্ধ।

Selected Comments

সূচীপত্র

ছাঙ্গু থেকে পেলিং ভায়া রাবাংলা

সায়ন ব্যানার্জী।

ডিসেম্বর মাসের শুরুতে প্লান করেছিলাম যে এবারে শীতের ছুটিতে গ্যাংটক যাবো। সেই মতো ট্রেন এর টিকিট কেটে 25শে ডিসেম্বর রাত্রে চললাম NJP এর দিকে। 26শে ডিসেম্বর সকালে NJP পৌঁছে স্টেশন থেকে বেরিয়ে ম্যাজিক গাড়ি ধরে শিলিগুড়ি গেলাম। শিলিগুড়ি তে এখন পুরো দালালদের রাজত্ব। এরা শেয়ার গাড়ি বেপারটা পুরো উঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন এর জন্য। অনেক খুঁজে রংপো অবধি শেয়ার গাড়ি পেলাম (280/-)। রংপো তে খেয়ে আবার শেয়ার গাড়ি করে গ্যাংটক চলে গেলাম (80/-)। সিকিম এ কোথাও দালাল চোখে পরেনি। আগে থেকে হোটেল ঠিক করা ছিলনা, তাই ওখানে গিয়ে খুঁজে হোটেল বুকিং করলাম। হোটেল প্রীমুলা, ডাবল বেড 900/- পার ডে। আমরা 4 জন তাই 2টো রুম নিলাম। ঐদিন সন্ধ্যায় M.G.Merg এ গিয়ে পরের দিন ছাঙ্গুলেক যাওয়ার গাড়ি ঠিক করা হল (3000/-)।

ছাঙ্গু লেক

সামনে আমি আর পিছনে কাঞ্চনজঙ্ঘা

কাঞ্চনজঙ্ঘা এর উপর প্রথম সূর্য কিরণ

সূচীপত্র

নাথুলা এর জন্য আলাদা পারমিসন লাগে। আমরা পাইনি। 27শে ডিসেম্বর সকালে ছাঙ্গু-বাবা মন্দির দর্শনে বেরলাম। আমাদের গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন একজন মহিলা। আমি নিজে motion sickness বা high altitude sickness এর জন্য বেশ অসুস্থ হয়ে গেছিলাম। দুবার বমি হয়েছিল। বাবা মন্দিরে আমি নামতে পারিনি। তবে ফেরার পথে ছাঙ্গু তে নেমে ছিলাম। সত্যিই দারুণ জায়গা। আর একটা কথা, ভোরে হোটেল থেকে কানচনজঙ্ঘা দেখেছিলাম। আবার ছাঙ্গু যাওয়ার পথে খুব সুন্দর ভাবে দেখলাম কানচনজঙ্ঘা। অপূর্ব।

ছাঙ্গু লেক এর সামনে

চামরী গাই

সন্ধ্যায় M.G.Merg এ মার্কেটিং। ঠাকুরবাড়ি দর্শন। ওখানে এক প্লেট মোমো 50/-, 8pcs থাকে। সুপ থাকে না। Non-veg থালি with egg 110/-

ছাঙ্গু লেক এর সামনে

গ্যাংটক এর মন্দির

সূর্য দেব

২৮শে ডিসেম্বর সকালে ৯-৩০ নাগাদ আমরা গ্যাংটক থেকে গাড়ি ভাড়া করে চললাম পেলিং (৩৫০০/-)। রাবাংলা হয়ে গেছিলাম আমরা।

গ্যাংটক থেকে রাবাংলা যাবার রাস্তাটা খুব খারাপ। Maximum রাস্তা মাটির। অনেক জায়গাতেই ধ্বস এর চিনহ আছে। রাস্তার ধারে একজায়গায় আমরা ব্রেকফাস্ট সারলাম মোমো সহকারে (৮পিস ৪০/-)।

রাবাংলা পৌঁছাতে দুপুর ১২-৩০ হলে গেলো। রাবাংলা খুবই সুন্দর। বুদ্ধ পার্ক দূর্দান্ত (৫০/- এন্ট্রি ফি আর ৩০/- পার্কিং)। পাহাড়ের উপরে এত বড় একটা পরিস্কার পরিচ্ছন্ন পার্ক এবং এত বড় বুদ্ধ মূর্তি, দারুন। বুদ্ধ মূর্তি এর ভিতরে পার্থনার হল ঘর আছে। আর দেওয়ালের উপর ভগবান বুদ্ধ এর জীবন কাহিনী অঙ্কিত আছে। ওই পার্ক এর মধ্যে ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট, সুভেনিয়র শপ আছে। তবে দাম বেশি বলেই মনে হলো। যারা রাবাংলা তে রাত কাটাবেন ভাবছেন তারা রাত্রে বুদ্ধ মূর্তি টি কে অসাধারণ লাইটিংএ দেখতে পাবেন। এখানে বেশ কিছু ভালো হোটেল আছে। তবে খাবার খরচ একটু বেশি।

Ravangla Buddha Park

আমরা রাবাংলা থেকে ২-৩০ নাগাদ বেরোলাম পেলিং এর উদ্দেশ্যে। পথে এক জায়গায় লাঞ্চ করলাম। ভেজ প্লেট তাই নিল ১৫০/-!! দিল আতপ চালএর ভাত, ভেজ ডাল, রাই শাক ভাজা, স্কোয়াশ এর তরকারি আর bamboo pickle! যাইহোক তাই খেয়ে আমরা চললাম পেলিং।

যদিও আগে থেকে কোনো হোটেল বুক করা ছিল না, তবুও অসুবিধা হলোনা। কারণ আমার কাছে হোটেল সারেডনা এর সুজিত বাবু এর নম্বর ছিল। তাকে ফোন করে বলেছিলাম দুটো রুম এর কথা,

(১০০০/- পার রুম)। এই হোটেলটি বাঙালি হোটেল। খুব ভালো। পরিষ্কার। খাবার পুরো বাঙালি।আর পেলিং থেকে শিলিগুড়ি যাওয়ার বাস এর টিকিট কাউন্টার এই হোটেলেই। এর পাশের হোটেল চিনারি ও বাঙালি হোটেল এবং ভালো। যাইহোক পেলিং পৌঁছাতে ৫-৩০ বেজে গেছিলো। রাতে রুটি চিকেন (১৪০/-) খাওয়া হলো।

পরের দিন ২৯ সে ডিসেম্বর সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরাতেই দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। অপুর্ব। পেলিং থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা সব থেকে ভালো দেখা যায়। পুরো পাশের বাড়ির মত। এদিন আমরা পেলিং সাইট সিইং করলাম। প্রথমে হোটেল থেকে গাড়ি করবো ভাবলেও পরে দরদাম ঠিক না হওয়ায় বাইরে থেকে নিজেরা গাড়ি করি (২৪০০/-)।

হোটেলের রুম থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা , পেলিং

Singshore bridge

Singshore bridge

গাড়ি করে প্রথমে যাই সিংশর ব্রিজ। এটি একটি ঝুলন্ত সেতু (৩০/- পার্কিং)। এর উপর থেকে ভিউ দারুন। মাত্র একটা গাড়ি যেতে পারে একসাথে। এখান থেকে আমরা এলাম পেলিং এর বুদ্ধ মূর্তি এবং skywalk দেখতে (১০০/- জনপ্রতি আর ৩০/- পার্কিং)। এটি ভারতের প্রথম skywalk। তবে maintenance এর অভাব দেখলাম। Skywalk এর অনেক জায়গার কাচ এ চির ধরেছে। তাই সেই জায়গা গুলো বন্ধ করে দিয়েছে। এমনভাবে চললে কিছুদিন পর পুরো skywalk বন্ধ রাখতে হবে। এই পার্কটি Ravangla এর থেকে ছোট। তবে এখানের বুদ্ধের চারটি হাত। ভগবান বিষ্ণু এর মত। তবে মনিষ্ট্রি বন্ধ ছিল।

পেলিং এর বুদ্ধ মূর্তি

এখান থেকে ফিরে lunch করলাম আমাদের হোটেলেই। ভেজ থালি (৯০/-)।
দুপুরে আবার বেরোলাম। প্রথমে দেখলাম রিম্বি ফলস। তারপর গেলাম orange garden (২০/- জনপ্রতি)। এই বাগান টি রিম্বী নদীর ধারে। রিমবি নদী দেখে কেউ বলবে না যে ওটা অত সরু একটা ঝর্না থেকে তৈরি! Orange বাগান এর গাছ গুলোয় ছোট ছোট কমলালেবু আছে। বড়ো একটা নেই!

Pelling skywalk park

Pelling skywalk park

Rimbi Falls

Orange garden

ওখান থেকে বেরিয়ে গেলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা ফলস দেখতে। সত্যিই দারুন। বর্ষাকালে এর রূপ আরও ভালো।

এরপর গেলাম খেছিবেরি পখ্রী লেক দেখতে। এই লেক এ প্রচুর মাছ আছে। এখানে নাকি কোনো কিছু পার্থনা করলে, সেটা পূর্ণ হয়। পাথর সাজিয়ে পার্থোনা করতে হয়। এখানেও মনিস্ট্রি বন্ধ ছিল। এরপর ফিরে গেলাম হোটেলে।

Khechi beri pokhri

Kanchenjunga falls

Khechi beri pokhri

পরের দিন ৩০সে ডিসেম্বর আমাদের ফেরা। সকালে বাসে না গিয়ে সেয়ার গাড়ি করে শিলিগুড়ি ফিরলাম (৪৫০/- জনপ্রতি)। শেয়ার গাড়ি ও হোটেলের সুজিত বাবু করে দিয়েছিলেন। পেলিং থেকে শিলিগুড়ি এর রাস্তা খুব ভালো। তিস্তা প্রায় সংসমেয়েই পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে।সবুজ জল । চোখ জুড়িয়ে যায়। ওই দিন রাতের ট্রেনে চেপে ফিরলাম কলকাতায়। সত্যিই দারুন কাটলো বছরের শেষ টা।

Selected Comments

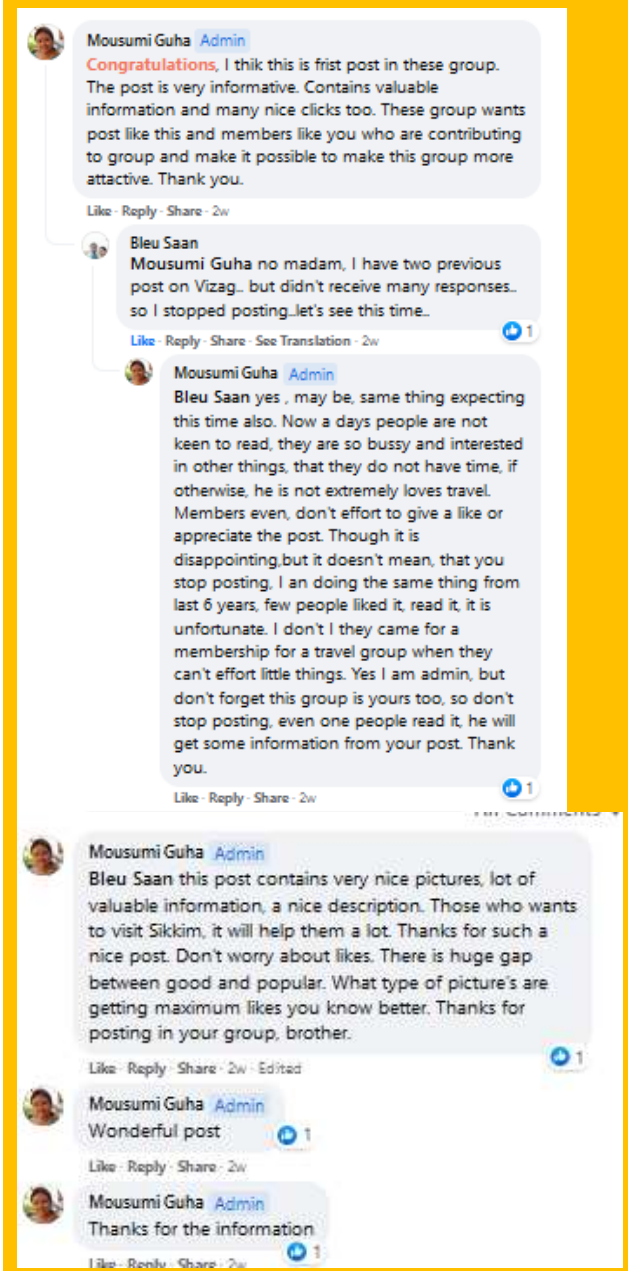

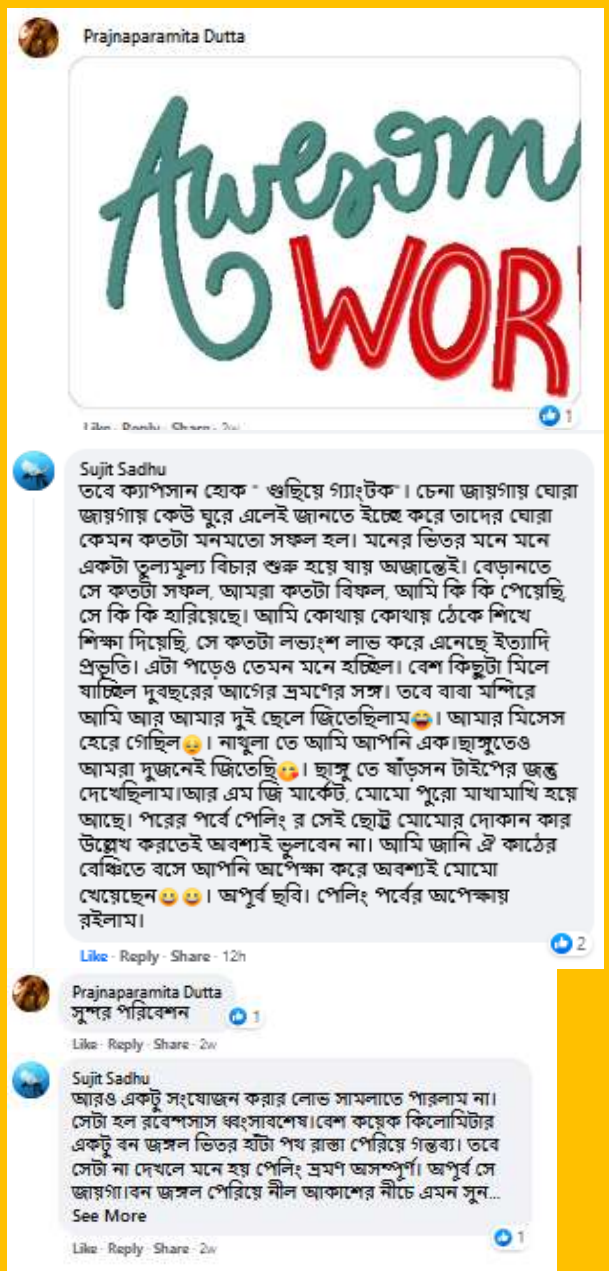
Prajnaparamita Dutta
Awesom
WOR
Sujit Sadhu
তবে ক্যাপসান হোক " গুছিয়ে গ্যাংটক"। চেনা জায়গায় ঘোরা জায়গায় কেউ ঘুরে এলেই জানতে ইচ্ছে করে তাদের ঘোরা কেমন কতটা মনমতো সফল হল। মনের ভিতর মনে মনে একটা তুল্যমূল্য বিচার শুরু হয়ে যায় অজান্তেই। বেড়ানতে সে কতটা সফল, আমরা কতটা বিফল, আমি কি কি পেয়েছি, সে কি কি হারিয়েছে। আমি কোথায় কোথায় ঠেকে শিখে শিক্ষা দিয়েছি, সে কতটা লভ্যাংশ লাভ করে এনেছে ইত্যাদি প্রভৃতি। এটা পড়েও তেমন মনে হচ্ছিল। বেশ কিছুটা মিলে যাচ্ছিল দুবছরের আগের ভ্রমণের সঙ্গ। তবে বাবা মন্দিরে আমি আর আমার দুই ছেলে জিতেছিলাম। আমার মিসেস হেরে গেছিল। নাথুলা তে আমি আপনি এক।ছাঙ্গুতেও আমরা দুজনেই জিতেছি। ছাঙ্গু তে ষাঁড়সন টাইপের জন্তু দেখেছিলাম।আর এম জি মার্কেট, মোমো পুরো মাখামাখি হয়ে আছে। পরের পর্বে পেলিং র সেই ছোট্ট মোমোর দোকান কার উল্লেখ করতেই অবশ্যই ভুলবেন না। আমি জানি ঐ কাঠের বেঞ্চিতে বসে আপনি অপেক্ষা করে অবশ্যই মোমো খেয়েছেন। অপূর্ব ছবি। পেলিং পর্বের অপেক্ষায় রইলাম।
Like · Reply · Share · 12h
Prajnaparamita Dutta
সুন্দর পরিবেশন
Like · Reply · Share · 2w
Sujit Sadhu
আরও একটু সংযোজন করার লোভ সামলাতে পারলাম না। সেটা হল রবেশসাস ধ্বংসাবশেষ।বেশ কয়েক কিলোমিটার একটু বন জঙ্গল ভিতর হাঁটা পথ রাস্তা পেরিয়ে গন্তব্য। তবে সেটা না দেখলে মনে হয় পেলিং ভ্রমণ অসম্পূর্ণ। অপূর্ব সে জায়গা।বন জঙ্গল পেরিয়ে নীল আকাশের নীচে এমন সুন...
See More
Like · Reply · Share · 2w

আমার গ্রাম.....

সুজিত সাধু

ভ্রমণ শব্দটি বড্ড যেন মন কেমন করা শব্দ, সেই ছোট্টবেলার ছোট্ট পরিসরে থেকেই। শব্দটা শুনলেই যেন চেনা রাস্তা কেমন অচেনা হয়ে উঠে, তাকান কেমন যেন দেখা হয়ে ওঠে, আনন্দ কেমন যেন অনুভব হয়ে ওঠে। রোজকার পথ ও শুধুমাত্র ঘুরতে বেড়লেই যেন পায়ে পায়ে সেজে ওঠে। কাজে বেড়লে তে রাস্তা তাড়িয়ে নিয়ে যায়, ঘুরতে বেড়লে সেই রাস্তা ই কেমন যেন হারিয়ে নিয়ে যায়।সে ব্যস্ত শহরের কোন কানাগলি ই হোক বা কোন দাসী গ্রাম্য রাস্তা ই হোক , শুধুই যেন উপসী মনের অন্তস্থলে এক প্রবাসী উপলব্ধি।

.....স্তব্ধ হয়ে যাই। দুদন্ড সুস্থির হয়ে দাঁড়াই ছায়াটার পাশে। বার বার আসতে ইচ্ছা করে দেখতে ইচ্ছা করে এমন প্রাণঢালা সৌন্দর্য। তোমার সামনে দাঁড়িয়ে মুহূর্তে সব পুরুষত্বের, মনুষ্যত্বের অহংকার চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যায় আপনি হতে। কেমন একটা তেরছা রোদের বিষন্ন বিকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছ তুমি একাকি। এই বিশাল পৃথিবী র একটা ছোট্ট কোনে কেমন নিভৃত একাকি প্রকৃতি। কেমন করে সাজাও নিজেকে এমন অপরূপে! কত যে রূপ তোমার ছড়িয়ে রেখেছ চারিপাশে,শুধু তেমন করে উপভোগ করা হয় না। আসলে মানুষ হিসাবে মান আর হুঁস টুকুই শুধু দিয়েছ, পরিবর্তে অনেক কিছুই কেড়ে নিয়েছ।

.....এই যেমন ধরো পাহাড়ে—বড় গম্ভীর দুর্গম সৌষ্ঠব তোমার । যত না ধরা দাও তারও বেশি লুকিয়ে রেখেছ। কত যে তোমার শরীরের খাঁজ ভাঁজ অলি গলি। আজও হয়ত সব জায়গায় সূর্যের চুম্বন স্পর্শ করার স্পর্ধা পর্যন্ত দেখাতে পারে নি। হঠাৎ হঠাৎ কোন খাঁজ থেকে বেড়িয়ে আসছে তোমার শরীরের উচ্ছল প্রগলভতা। তুমি যেমন স্থির, তেমনই স্থবির , ততোধিক অনড়, তেমনি গম্ভীর আর ঠিক বিপরীত তোমার তরল প্রগলভ জলপ্রপাতের মন ততটাই উচ্ছল , উদ্দাম, গতিমান উচ্ছ্বাস। কখনও কখনও তুমি লাজুক। মেঘের পর্দা টেনে রাখ। তারপর পর্দা সরিয়ে কেমন যেন নতূন তুমি। পারব না ,পারবে না তোমার ওমন রূপ আমার এমন সংকীর্ণ হৃদয় বইতে, সইতে।

.....সাগরে দেখ। কেমন সুবিশাল সুনীল সুবিস্তৃত সুগভীর সৌন্দর্য । কেমন নিরাসক্ত ভাব। কে দেখল, কে ভাবল তাতে তুমি অবিচল। সেভাব আমি তোমার পাহাড়েও দেখেছি। তোমার নিজের ও অজানা কি কি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ। আজও আপন রূপে জ্বলতে থাকা সূর্য তোমায় তল স্পর্শ করতে পারে নি। কেমন একটার পর একটা ঢেউ নিয়ে এগিয়ে আসে সময়ের অনুপলে। কত মান অভিমান কথা আছে তোমার অন্তরে? - বলত ও কি তোমার কান্না? কিসের এত কষ্ট তোমার? কেন

তবে নিজেরই চোখের জলে নিজেই স্নান কর অহরহ? এও পারবে না। আমার এই ক্ষুদ্র পরিসরের হৃদয় তোমার বিশালত্ব কে বুকে করে বইতে।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

..... চোখ ফেরাই মরুভূমিতে। বড্ড রুক্ষ শুস্ক তুমি। তোমার অন্তরের অন্তরটুকু যেন ভীষন নীরস সেখানে। কেমন করে ভেজাব বলতে পারো? আমার হৃদয় ও যে তাই। তাই ত আসি তোমারই পাশে। হতাশ হই শুধু এখানেই। আমি কি শান্ত হব ! তোমাকেই যে শান্তি দেবার প্রয়োজন এখানে।

করুনা হয় তোমায় দেখলে এ অবস্থায়। মনে হয় নিংড়ে দি আমার সবটুকু তাতে যদি বা পিপাসা মেটে তোমার। জানি তা আমি পারব না। আমার সবটুকু দিলেও তোমার অসীম পিপাসার এতটুকু পূর্ণ হবে না। বৃথাই এ আমার অহংকার। এখানেও তোমাকে পাওয়া হল না।

..... দেখি তবে জঙ্গলে। দেখি পাই কিনা তোমায় আমার করে। লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে আসে। তোমার সৃষ্টি দেখে নিজেদের প্রতি লজ্জা হয়। কি বিপুল বিশাল বৈভব তোমার অঙ্গে বিভঙ্গে। শুধুই মাটি ভেদ করা উদ্ভিদ তুমি নও। কত আকার, কত প্রকার, কত রকম ফুল, কত রকম পাতা কত রকম করে সাজিয়ে নিয়েছ। অবাক হবার মত হৃদয় বুঝি আর বেঁচে থাকে না। হিংসা হয় প্রকৃতি দেখে ,করুনা হয় মনুষ্যত্বের প্রতি।

ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত

গ্রামের ছবি

.....আজই ঠিক করে নিলাম পরবর্তী জীবনে গাছ হবার ই আর্জি রাখব তোমার কাছে। ধীর স্থির শাখা প্রশাখা বিস্তার করে শান্ত করে রেখেছে প্রকৃতির আপাদ মস্তক। সংখ্যায় এত তবু বিন্দুমাত্র দ্বেষ বিদ্বেষ জন্মায় না একে অপরের প্রতি। গায়ে গায়ে লতায় পাতায় জড়িয়ে রয়েছে আজীবন। জন্ম থেকেই কেমন উৎসর্গীকৃত প্রাণ!! করুনা হয় নিজেদের প্রতি। লজ্জা হয় মনুষ্যত্বের প্রতি। দুটো মানুষ পাশাপাশি থাকতে পারলে ধন্য হয়। কি ব্যবহার আমাদের তাদের প্রতি? সবই তুমি ত জান। সবই তোমারই সৃষ্টি। থাক তবে।

.....মানুষ জন্ম যখন দিয়েছ সে দিন থেকে এ সম্ভার,এ বৈভব থেকে বঞ্চিত করেছ। আমার ছোট্ট গাঁয়ের এই ছোট্ট পরিসর ই অনেক ভাল। কেমন সরে যাওয়া ছায়া, পাশের মাঠের নানা রঙের শাড়ি পরে সময়ে সময়ে সেজে ওঠা। কখন সবুজ , কখন হলুদ, কখনও বা সাদা। কেমন সবুজ গালিচা পাতা মনে হয় ঠিক ফসল প্রসবের আগে। তার ওপর দিয়ে যখন হাওয়া বয় কেমন ঢেউ ওঠে গালিচা জুড়ে। ঠিক কাল বৈশাখীতে আমার মায়ের আঁচলের মত। এ প্রকৃতি ঠিক আমার মায়েরই মত। খুব কাছের খুব নিজের। ঠিক তেল হলুদ মাখা মায়ের গায়ের গন্ধের মত খুব আপন। সব ঋতুতে কেমন আপন হতে পাল্টে ফেল নিজেকে। কেউ বলে না কেউ দেখে না তবু তুমি আপন হতেই সেজে ওঠ। কখনও উপোভোগ করতে হয় না শুধুই অনুভবে উপশম। ধন্য করেছে আমায় এই খানে জন্ম ।

Selected Comments

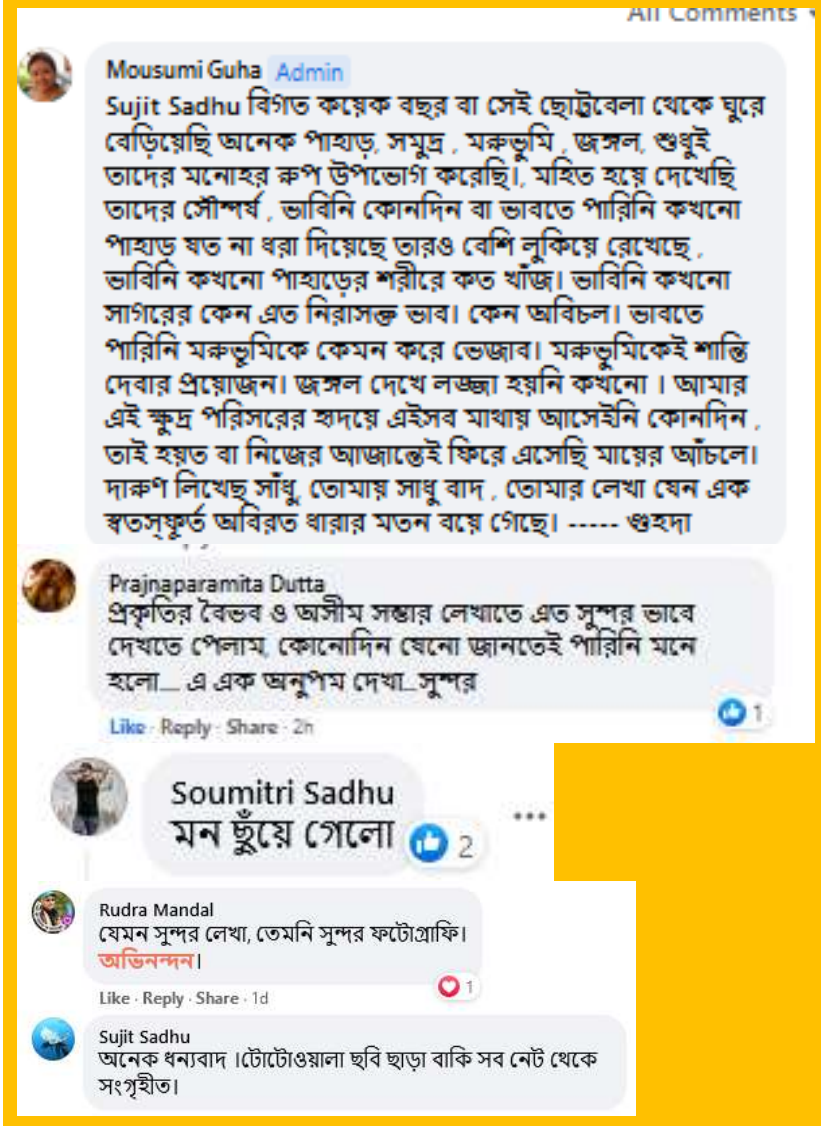
All Comments
Mousumi Guha Admin
Sujit Sadhu বিগত কয়েক বছর বা সেই ছোট্টবেলা থেকে ঘুরে বেড়িয়েছি অনেক পাহাড়, সমুদ্র , মরুভুমি , জঙ্গল, শুধুই তাদের মনোহর রুপ উপভোগ করেছি।, মহিত হয়ে দেখেছি তাদের সৌন্দর্য , ভাবিনি কোনদিন বা ভাবতে পারিনি কখনো পাহাড় যত না ধরা দিয়েছে তারও বেশি লুকিয়ে রেখেছে , ভাবিনি কখনো পাহাড়ের শরীরে কত খাঁজ। ভাবিনি কখনো সাগরের কেন এত নিরাসক্ত ভাব। কেন অবিচল। ভাবতে পারিনি মরুভুমিকে কেমন করে ভেজাব। মরুভুমিকেই শান্তি দেবার প্রয়োজন। জঙ্গল দেখে লজ্জা হয়নি কখনো । আমার এই ক্ষুদ্র পরিসরের হৃদয়ে এইসব মাথায় আসেইনি কোনদিন , তাই হয়ত বা নিজের আজান্তেই ফিরে এসেছি মায়ের আঁচলে। দারুণ লিখেছ সাঁধু, তোমায় সাধু বাদ , তোমার লেখা যেন এক স্বতস্ফুর্ত অবিরত ধারার মতন বয়ে গেছে। ----- গুহদা
Prajnaparamita Dutta
প্রকৃতির বৈভব ও অসীম সম্ভার লেখাতে এত সুন্দর ভাবে দেখতে পেলাম, কোনোদিন যেনো জানতেই পারিনি মনে হলো__ এ এক অনুপম দেখা_সুন্দর
Like · Reply · Share · 2h
1
Soumitri Sadhu
মন ছুঁয়ে গেলো
2
Rudra Mandal
যেমন সুন্দর লেখা, তেমনি সুন্দর ফটোগ্রাফি।
অভিনন্দন।
Like · Reply · Share · 1d
1
Sujit Sadhu
অনেক ধন্যবাদ ।টোটোওয়ালা ছবি ছাড়া বাকি সব নেট থেকে সংগৃহীত।

আমার দেখা কাশ্মীর।

কোকরনাগ বোটানিক্যাল গার্ডেনে

গুঞ্জন গুহ

আছবল থেকে বেরিয়ে গাড়িতে উঠে বসেছি সবাই , গাড়ি ছাড়বে । সবাই গাড়িতে আছে তো ? না, দিশারীর মা ও বাবা অর্থাত্ শুভেন্দুদা ও ডালিকে গাড়িতে দেখা যাচ্ছে না। তাহলে কি ওরা দুজনে সত্যি জাহাঙ্গীর ও নুরজাহানের রূপ ধারন করল ? তাহলে কি এখানেই থাকা স্থির করে ফেলল তারা ? দিশারী গাড়ি থেকে নেমে ছুট্ , কোথায় তার মা ও বাবা? দিশারী অনেকক্ষণ আসছে না দেখে চিন্তিত হয়ে পড়লাম , তাহলে কি আমাদের অনুমানই ঠিক? আমাদের সব চিন্তার অবসান ঘটিয়ে, দেখলাম, দিশারী তার বাবা ও মাকে অর্থাত্ শুভেন্দুদা ও ডালিকে নিয়ে ফিরে আসছে । জানা গেল , একটু মার্কেটিং করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। সবাইকে নিয়ে গাড়ি ছুট্ দিল কোকরনাগের দিকে। বেলা অনেক হয়েছে ঘড়ির কাঁটা দেড়টা পেরিয়ে গেছে। সকালে রানার রান্না করা গরম লুচি ও আলুর দম অনেক উদ্যম সঞ্চারিত করে অনেকক্ষণ ক্ষান্ত হয়েছে এবার সেই সঞ্চারিত উদ্যমের ইন্ধন শেষ হবার পথে, পেট চোঁ চোঁ করছে, সঙ্গে রয়েছে ফ্রাইড রাইস ও চিলি চিকেন , কিন্তু বসে খাবো কোথায়? গাড়ি এগিয়ে চলেছে। আমরা তখন সবাই অর্জুন হয়ে গেছি , মাছের চোখের মতন আমাদের সকলেরই লক্ষ বস্তু একই, একটা পরিস্কার ভদ্রস্ত হোটেল যেখানে বসে একটু তৃপ্তি করে খওয়া যেতে পারে । কিন্তু কাশ্মীরের এই প্রত্যন্ত আধশহরে একটা পরিস্কার ভদ্রস্ত হোটেল পাওয়া যে সফল হবে সেই আশা করাটা একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে বুঝতে পারলাম। কোকারনাগের দূরত্ব খুব একটা বেশি নয় , আছবল থেকে মাত্র ১৮ কিলোমিটার , আধ ঘন্টার পথ । কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌছে গেলাম কোকরনাগ বোটানিক্যাল গার্ডেনে । নাঃ এখানেও সেরকম কোন হোটেল দেখতে পারলাম না। কি আর করা, রানা কে বলে গেলাম, আমরা বাগানটা ঘুরে আসছি, তুমি আমাদের প্রেসরটাইপ যে স্টোভটি রয়েছে তাতে খাবার গুলো গরম কর ও ধারে কাছে কোন হোটেল পাও কিনা দেখ। দূরে দেখলাম কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছে , হয়ত বা কিছুক্ষনেই বৃষ্টি নেমে পড়বে। কোকারনাগ একটি উপ-জেলা শহর এবং জম্মু ও কাশ্মীরের অনন্তনাগ জেলার অন্তর্গত । জায়গাটি তার বাগান, ঈষৎ জলের ঝর্ণা এবং “রেইনবো ট্রাউট” মাছের ফার্মের জন্য পরিচিত। অবস্থান , অনন্তনাগ থেকে প্রায় ২৫ কিমি দূরে। ব্রেঙ্গ ভ্যালির নামকরণ ব্রেঙ্গি নদীর নামে, যা বিখ্যাত ঝিলাম নদীর একটি শাখা। ব্রেঙ্গ ভ্যালিটি ব্রেঙ্গি নদীর দুধারে ৪০ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত এবং এই ভ্যালির কেন্দ্র কোকারনাগ। যেখানে রয়েছে

বিখ্যাত কোকারনাগ গার্ডেন । কাশ্মীরের সুফি সাধক শেখ নূর-উ-দীন ওয়ালি ব্রেঙ্গ ভ্যালির প্রশংসা করে লিখেছেন "ব্রেঙ্গ ভ্যালি একটি সোনার মুকুট"।

'কোকারনাগ' শব্দের ব্যুৎপত্তি বিতর্কিত এবং বিভিন্ন তত্ত্ব রয়েছে, কিন্তু কোন সিধান্তমূলক ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই। একটি তত্ত্ব হল, এই নাম দুটি শব্দ থেকে এসেছে, কোকার এবং নাগ। কোকারের কাশ্মীরি অর্থ মুরগি আর সংস্কৃতে নাগ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ সর্প , কিন্তু জাভায় এটি সাধারণত সর্প দেবতাকে বোঝায়, যা জল এবং উর্বরতার সাথে যুক্ত। একটি গভীর বৃক্ষাচ্ছাদিত পাহাড়ের গোড়া থেকে প্রস্রবণ বেরিয়ে এসে বিভিন্ন জলপথে বিভক্ত হয়ে এক মুরগির নখের-পায়ের অনুরূপ আকার ধারন করছে, তাই এর নাম কোকারনাগ। দ্বিতীয় তত্ত্ব হল কোকার মানে 'মুরগি' এবং নাগ মানে 'সর্প'। আরেকটি তত্ত্ব হল কোকারনাগ (কোহ-পর্বত) কান (নীচে) নাগ (সর্প) থেকে উদ্ভূত।

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার রোমিও এবং জুলিয়েট নাটকে লিখেছেন - "নামে কি আছে?" – সেই কথা স্মরন করে, নাম নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে বাগানের গেট দিয়ে ঢুকে সোজা এগিয়ে চললাম।

এগিয়ে গেলাম বাগানের সামনের দিকে পাথর বাঁধানো পথ ধরে।

চারিদিকে সবুজ, সবুজ ও সবুজ, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৬৬২৭ ফুট উচ্চতায় এক সুরম্য উপত্যকার পাহাড়ের শীতল ও সুগন্ধি বাতাস মনে হয় আমাদের স্বাগত জানাচ্ছে। উঁচু ও ঘন পাইন বনের পটভূমির বিপরীতে, বিশুদ্ধ ও শীতল প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন জলের বিখ্যাত এই ঝর্ণার সামনে, নির্মল সৌন্দর্যের এই প্রশান্ত বিনোদন ভুমিটি মুলত প্রায় ১০০ বর্গ ফিট এলাকা জুড়ে বিদ্যমান ছিল। ১৯৬৯ সালে বাগানটিকে প্রায় ২৮০০ বর্গ ফিট এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয় । এক বিনোদন ভুমি হওয়ার পাশাপাশি এটিকে একটি বোটানিক্যাল গার্ডেনে রূপান্তরিত করা হয়। নতুন লন স্থাপন করা হয় এবং প্রায় এক লক্ষ শোভাবর্ধক উদ্ভিদ, গাছ, গুল্ম, গোলাপ, সেইসাথে উচ্চতর পরিসরের থেকে সংগৃহীত আরণ্যক উদ্ভিদ রোপণ করা হয়। আরণ্যক উদ্ভিদ নিয়ে গঠিত একটি পৃথক বিভাগ এই বাগানের প্রধান উপহার। গোলাপ বাগান, প্রবল বেগে প্রবাহিত বয়ে যাওয়া জলের ধারার উপর দিয়ে জাপানি সেতু, জলের পুকুর, লাইভ গার্ডেন সিট, "টপিয়ারির" কাজ ইত্যাদি আধুনিক সংযোজন, ক্রমে বাগানে যুক্ত করা হয়।

এগিয়ে গেলাম বাগানের সামনের দিকে পাথর বাঁধানো পথ ধরে, চারেপাশে ধরে রয়েছে কিছু জানা আজানা নামের ফুল । তারই মধ্যে একটি গোলাপি "মোগাভিরা টিউলিপ" ফুলের গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল। একটা সাদা রঙের ফুলের গাছ , ফুটে আছে শাখায় শাখায় ফুল নিয়ে।

তারই মধ্যে একটি গোলাপি "মোগাভিরা টিউলিপ" ফুলের গাছ দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

একটা সাদা রঙের ফুলের গাছ , ফুটে আছে শাখায় শাখায় ফুল নিয়ে।

পাথর বাঁধানো রাস্তার দুপাশে নানান আকারের সুন্দর কাটিং করা ঝাউ গাছের মাঝ দিয়ে পথ চলতে চলতে আবাক হয়ে দেখছিলাম বাগান জোড়া বিশাল বিশাল চিনার গাছগুলোকে। বেশির ভাগ গাছের পাতা এই শীতে ঝরে কিংবা শুকিয়ে বাদামি রঙ ধারন করেছে আর তারই প্রেক্ষাপটে দূরে দেখা যাচ্ছে চিরসবুজ ঘন পাইন গাছের বন । নানান রঙের অদ্ভুত সমাহার। পথের ধারে ধারে, শরীর শিথিল করার জন্য আরাম কেদারা, বাগানের মাঝে বেশ কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে।

পাথর বাঁধানো রাস্তার দুপাশে নানান আকারের সুন্দর কাটিং করা ঝাউ গাছের মাঝ দিয়ে পথ চলতে চলতে আবাক হয়ে দেখছিলাম বাগান জোড়া বিশাল বিশাল চিনার গাছগুলোকে।

পথের ধারে ধারে, শরীর শিথিল করার জন্য আরাম কেদারা, বাগানের মাঝে বেশ কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে।

বাগানের মাঝে বেশ কয়েকটি ভিউ পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে।

হাতে সময় কম যে কোন মুহূর্তে নেমে আস্তে পারে বৃষ্টি। দ্রুত পায়ে এই নিরুপম শোভা দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছি। সামনে দেখলাম এক প্রবল জলধারা এক জলপথের রুপে এক পরিখার মধ্য দিয়ে বয়ে আসছে। ডান দিকের এক বৃত্তাকার উঁচু পাথর দিয়ে ঘেরা বিশাল ভিউপয়েন্টে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লাম। ভিউপয়েন্টের চারধারে রেলিং দিয়ে ঘেরা , মাঝে সবুজ লন, তাতে ফুটে আছে বেশ কিছু সাদা ছোট্ট ফুল আর ঠিক মাঝখানে একটি গাছ। গাছটির কাটিং গাছটিকে করে তুলেছে অনন্য , কাজেই সেই গাছ যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা মটেও অস্বাভাবিক নয়।

সামনে দেখলাম এক প্রবল জলধারা এক জলপথের রুপে এক পরিখার মধ্য দিয়ে বয়ে আসছে।

ডান দিকের এক বৃত্তাকার উঁচু পাথর দিয়ে ঘেরা বিশাল ভিউপয়েন্টে সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়লাম ।

গাছটির কাটিং গাছটিকে করে তুলেছে অনন্য , কাজেই সেই গাছ যে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে তা মটেও অস্বাভাবিক নয়।

গোল ভিউপয়েন্টের চারধারে ঘুরে দেখলাম, পিছনের পাহাড়ের থেকে বেশ কিছু সংখ্যক, তা প্রায় ৫ থেকে ৬ জায়গা থেকে জলের প্রস্রবন দুরন্ত গাতিতে বেরিয়ে আসছে, তার নির্ঝর আওয়াজ, স্বেত উচ্ছল জলধারা, চারিদিকে সবুজের সংমিশ্রন, পরিবেশ কে করে তুলেছে স্বর্গীয় । এ শোভা অবর্ণনীয়, এ শোভা অতুলনীয় , এ শোভা নয়নাভিরাম। যতই দেখছিলাম ততই আকৃষ্ট হচ্ছিলাম ।

দেখলাম, পিছনের পাহাড়ের থেকে বেশ কিছু সংখ্যক, তা প্রায় ৫ থেকে ৬ জায়গা থেকে জলের প্রস্রবন দুরন্ত গাতিতে বেরিয়ে আসছে,

এ শোভা অবর্ণনীয়, এ শোভা অতুলনীয় , এ শোভা নয়নাভিরাম। যতই দেখছিলাম ততই আকৃষ্ট হচ্ছিলাম

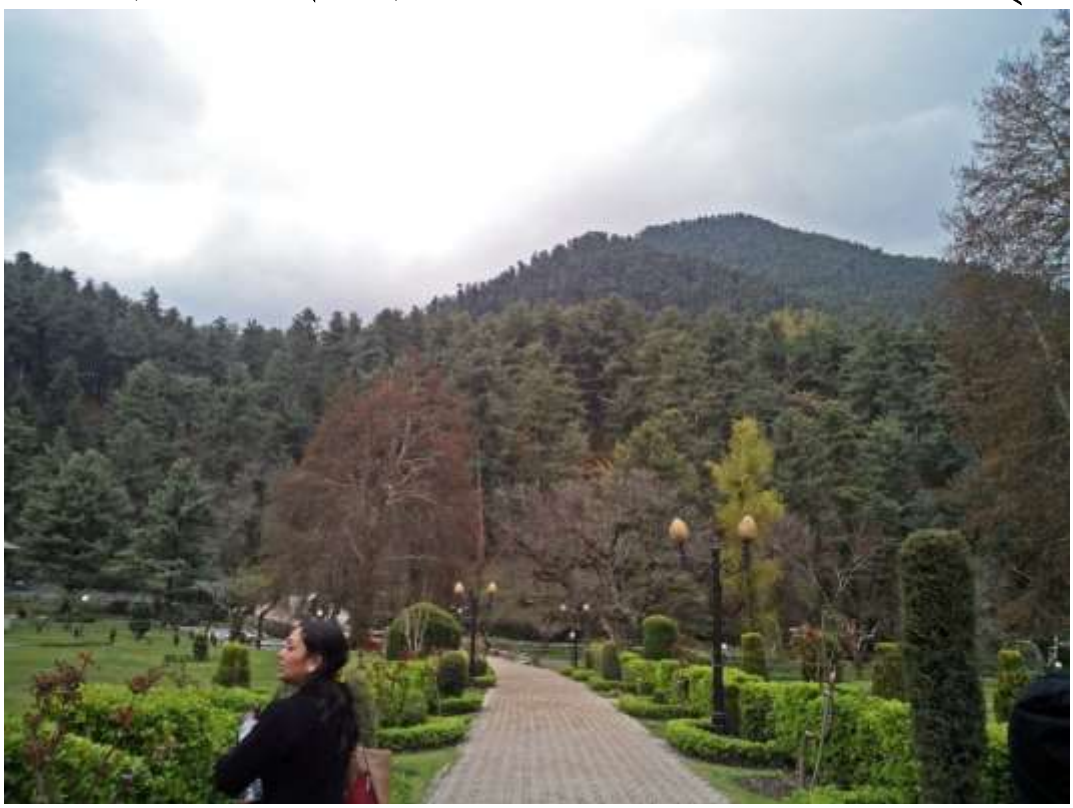

পাহাড়ের থেকে নির্গত জলধারাগুলিকে সঞ্চালন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক নহরে , যা ক্রমে প্রশস্ত থেকে প্রসস্ততর হয়েছে, আর তাতে ধাবিত জলরাশি বয়ে চলছে দুর দিগন্তের গ্রামে, বনভূমিতে।

পাহাড়ের থেকে নির্গত জলধারাগুলিকে সঞ্চালন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এক নহরে

নহরে , যা ক্রমে প্রশস্ত থেকে প্রসস্ততর হয়েছে,

কিছু পাইপের সাহায্যে এই জলধারা থেকে জল সরবরাহ করা হচ্ছে এই বাগানের বিভিন্ন প্রান্তে, যদিও এই পাইপ গুলির উপস্থিতি আমার মোটেও ভাল লাগছিল না কারন এই স্বর্গীয় সুন্দরতার সাথে খাপ খাচ্ছে না। এই রকম শোভা দেখতে পারলে আমার আর খাওয়া-দাওয়ার কথা মাথায় থাকে না । বা দিকে, যে দিকে নহরটি প্রবাহিত হচ্ছে, তার ধার ধরে হাটতে শুরু করলাম। জাপানি ব্রিজের ওপর দিয়ে নহরের এ পাস থেকে ও পাস, আবার এই পাশ।

জাপানি ব্রিজের ওপর দিয়ে নহরের এ পাস থেকে ও পাস, আবার এই পাশ।

তারই মধ্যে চন্দ্রশেখরের ফোন চলে এল, গুঞ্জন বৃষ্টি শুরু হয়ে গাছে , চলে এসো। সত্যি দেখলাম, টাপুর- টুপুর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। ইচ্ছা না থাকলেও , ফিরতে হল। গেটের কাছে গিয়ে দেখি , রানা

তার দুই সাঙ্গপাঙ্গকে নিয়ে হাড়ি ডেকচি নিয়ে বাগানের গেট দিয়ে ঢুকছে। জিজ্ঞেস করলাম , কি হে, কোথায় চলেছ, বলল বাইরে কোন ভদ্রস্ত হোটেল খুঁজে পেলাম না , এই বাগানে বসে খেয়ে নেওয়া যাক। দেখলাম অনেক স্থানীয় লোক বাগানে বসে খাবার দাবার খাচ্ছে। অনেকটা চড়ুইভাতির মতন। আইডিয়াটা খারাপ ছিল না। কিন্তু বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে অগত্যা, ভুখা পেটেই গাড়িতে গিয়ে উঠলাম । হটাৎ দেখি বাবি নেই। আবার ছুট , কোথায় বাবি ? দেখলাম বাবি এই প্রস্রবণের সমতালে খালের পাশ দিয়ে হাতে ক্যামেরা নিয়ে ছুটে চলেছে। এই দুরন্ত জলরাশির ভিডিওগ্রাফি করছে । ফিরে এলাম বাবিকে নিয়ে। পরবর্তী গন্তব্য ভেরিনাগ, তার মাঝে কোথায় যদি পেটের ভিতরের বিদ্রোহকে একটু প্রশমিত করা যায়। বিদায় কোকারনাগ, তোমায় ভোলা যাবে না।

বিদায় কোকারনাগ, তোমায় ভোলা যাবে না।

Selected Comments

Prajnaparamita Dutta
বাহ সুন্দর, আমার এই জায়গাগুলো যাওয়া হয় নি....দেখতে দেখতে ঘুরে আসা কাশ্মীরের দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে....তোর লেখা ও ছবিগুলো জীবন্ত হয়ে উঠেছে...আমার কি আর এইসব আকর্ষণ তাদের কাছে ছুটতে দেবে?

Like · Reply · Share · 1w · Edited

1

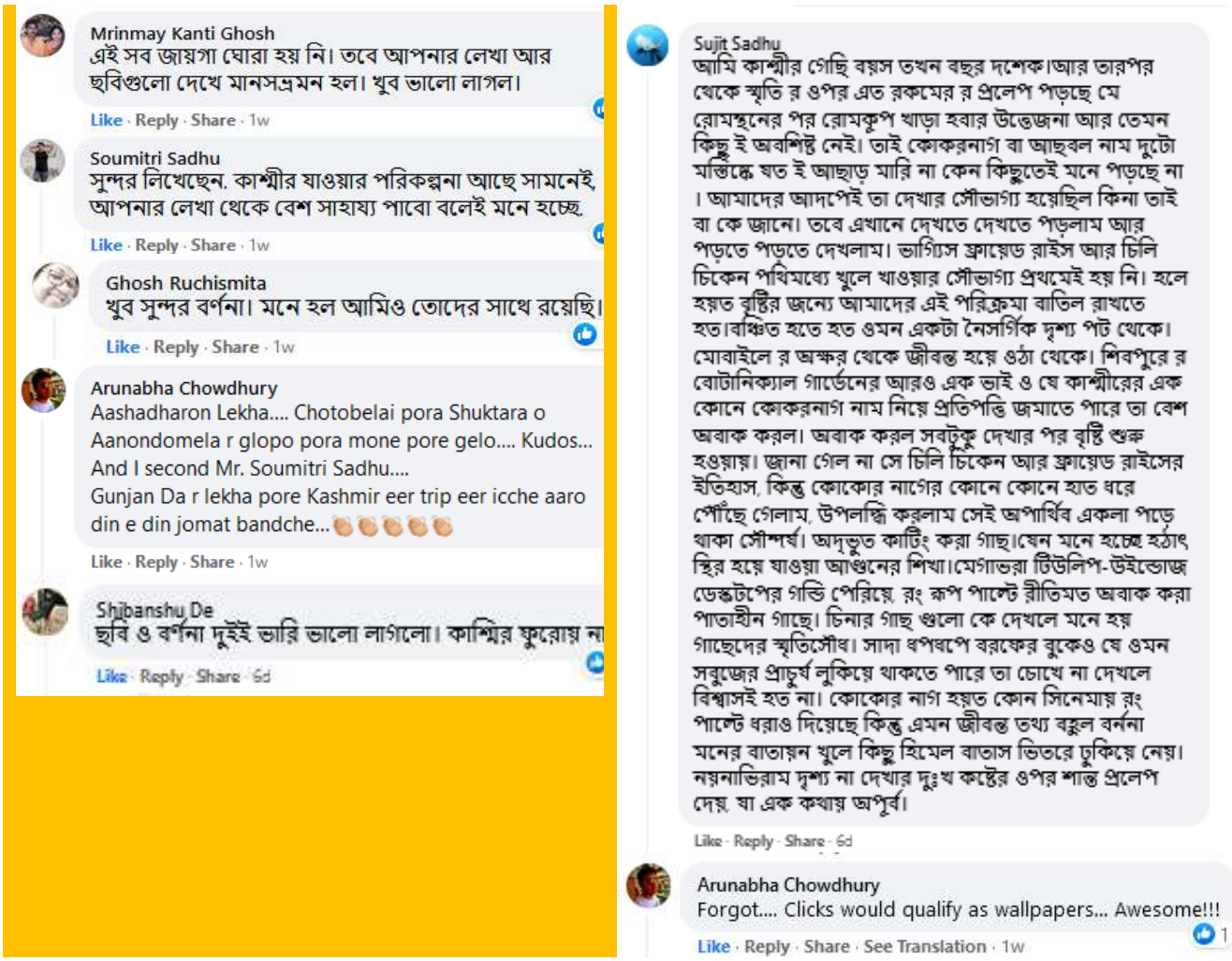

Mrinmay Kanti Ghosh
এই সব জায়গা ঘোরা হয় নি। তবে আপনার লেখা আর ছবিগুলো দেখে মানসভ্রমন হল। খুব ভালো লাগল।
Like · Reply · Share · 1w

Soumitri Sadhu
সুন্দর লিখেছেন, কাশ্মীর যাওয়ার পরিকল্পনা আছে সামনেই, আপনার লেখা থেকে বেশ সাহায্য পাবো বলেই মনে হচ্ছে
Like · Reply · Share · 1w

Ghosh Ruchismita
খুব সুন্দর বর্ণনা। মনে হল আমিও তোদের সাথে রয়েছি।
Like · Reply · Share · 1w

Arunabha Chowdhury
Aashadharon Lekha.... Chotobelai pora Shuktara o Aanondomela r glopo pora mone pore gelo.... Kudos... And I second Mr. Soumitri Sadhu....
Gunjan Da r lekha pore Kashmir eer trip eer icche aaro din e din jomat bandche...
Like · Reply · Share · 1w

Shibanshu De
ছবি ও বর্ণনা দুইই ভারি ভালো লাগলো। কাশ্মির ফুরোয় না
Like · Reply · Share · 6d

Sujit Sadhu
আমি কাশ্মীর গেছি বয়স তখন বছর দশেক।আর তারপর থেকে স্মৃতি র ওপর এত রকমের র প্রলেপ পড়ছে যে রোমন্থনের পর রোমকুপ খাড়া হবার উত্তেজনা আর তেমন কিছু ই অবশিষ্ট নেই। তাই কোকরনাগ বা আছবল নাম দুটো মস্তিষ্কে যত ই আছাড় মারি না কেন কিছুতেই মনে পড়ছে না । আমাদের আদপেই তা দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল কিনা তাই বা কে জানে। তবে এখানে দেখতে দেখতে পড়লাম আর পড়তে পড়তে দেখলাম। ভাগ্যিস ফ্রায়েড রাইস আর চিলি চিকেন পথিমধ্যে খুলে খাওয়ার সৌভাগ্য প্রথমেই হয় নি। হলে হয়ত বৃষ্টির জন্যে আমাদের এই পরিক্রমা বাতিল রাখতে হত।বঞ্চিত হতে হত ওমন একটা নৈসর্গিক দৃশ্য পট থেকে। মোবাইলে র অক্ষর থেকে জীবন্ত হয়ে ওঠা থেকে। শিবপুরে র বোটানিক্যাল গার্ডেনের আরও এক ভাই ও যে কাশ্মীরের এক কোনে কোকরনাগ নাম নিয়ে প্রতিপত্তি জমাতে পারে তা বেশ অবাক করল। অবাক করল সবটুকু দেখার পর বৃষ্টি শুরু হওয়ায়। জানা গেল না সে চিলি চিকেন আর ফ্রায়েড রাইসের ইতিহাস, কিন্তু কোকোর নাগের কোনে কোনে হাত ধরে পৌঁছে গেলাম, উপলব্ধি করলাম সেই অপার্থিব একলা পড়ে থাকা সৌন্দর্য। অদ্ভুত কাটিং করা গাছ।যেন মনে হচ্ছে হঠাৎ স্থির হয়ে যাওয়া আগুনের শিখা।মেগাভরা টিউলিপ-উইন্ডোজ ডেস্কটপের গন্ডি পেরিয়ে রং রূপ পাল্টে রীতিমত অবাক করা পাতাহীন গাছে। চিনার গাছ গুলো কে দেখলে মনে হয় গাছেদের স্মৃতিসৌধ। সাদা ধপধপে বরফের বুকেও যে ওমন সবুজের প্রাচুর্য লুকিয়ে থাকতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হত না। কোকোর নাগ হয়ত কোন সিনেমায় রং পাল্টে ধরাও দিয়েছে কিন্তু এমন জীবন্ত তথ্য বহুল বর্ননা মনের বাতায়ন খুলে কিছু হিমেল বাতাস ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। নয়নাভিরাম দৃশ্য না দেখার দুঃখ কষ্টের ওপর শান্ত প্রলেপ দেয় যা এক কথায় অপূর্ব।
Like · Reply · Share · 6d

Arunabha Chowdhury
Forgot.... Clicks would qualify as wallpapers... Awesome!!!
Like · Reply · Share · See Translation · 1w

সূচীপত্র

পার্থসারথি দে-র পোষ্ট করা কিছু ছবি

গ্রুপের প্রারম্ভিক দিনের পোষ্ট করা কিছু ছবি

Parthasarathi Dey
November 11, 2014 ·
Kailash peak during Sunset as seen from Kalpa, H.P., India

Parthasarathi Dey
May 22, 2015 ·
Close-up..."Trishul", from Nainital, Uttarakhand, India.

Parthasarathi Dey
February 27, 2015 ·

The Gurudongmar lake at an altitude of 17,100 ft. @North Sikkim, India.

Parthasarathi Dey
September 10, 2015 ·

A flower vendor on his small dingi in front of house boat @Dallake, Srinagar, J&K, India.

Parthasarathi Dey
January 13, 2015 ·
The "Sun Temple" @Konark, Odisha, India.

Parthasarathi Dey
June 24, 2018 ·
"Wah.....Taj"
First View - A glimpse of the Historical Monument
Agra, U.P., India
March 2018

সুবির মিত্রের পোষ্ট করা কিছু ছবি

গ্রুপের প্রারম্ভিক দিনের পোষ্ট করা কিছু ছবি

Subir Mitra
March 27, 2015 ·

Lava Monastery 2014

Subir Mitra
March 27, 2015 ·

Thongsa Gompa, Kalimpong (2014)

Subir Mitra
April 14, 2015 ·

১

Sunset at Kalipokhri (05.04.2015)

Subir Mitra
March 28, 2015 ·

২

Sonamarg "Meadow of Gold" (2013)

১

২

Subir Mitra ▸ Bhraman, Chobi Aar Toththo - Bengali Travel Group

November 22, 2016 ·

"Go with flow, force nothing. Let it happen ... trusting that whichever way it goes, it's for the best." - Mandy Hale
Jayanti, Dooars, WB (21.10.2016) ...

Subir Mitra

August 21, 2016 ·

Sunset (ii), Gopalpur backwater, 13.08.2016 ..

Subir Mitra ▸ Bhraman, Chobi Aar Toththo - Bengali Travel Group

November 15, 2016 ·

From concrete to natural ...
Jaldapara Wildlife Sanctuary, Oct 16 ...

Subir Mitra ▸ Bhraman, Chobi Aar Toththo - Bengali Travel Group

May 14, 2015 ·

Badamwari Garden, Srinagar (Oct' 2013)

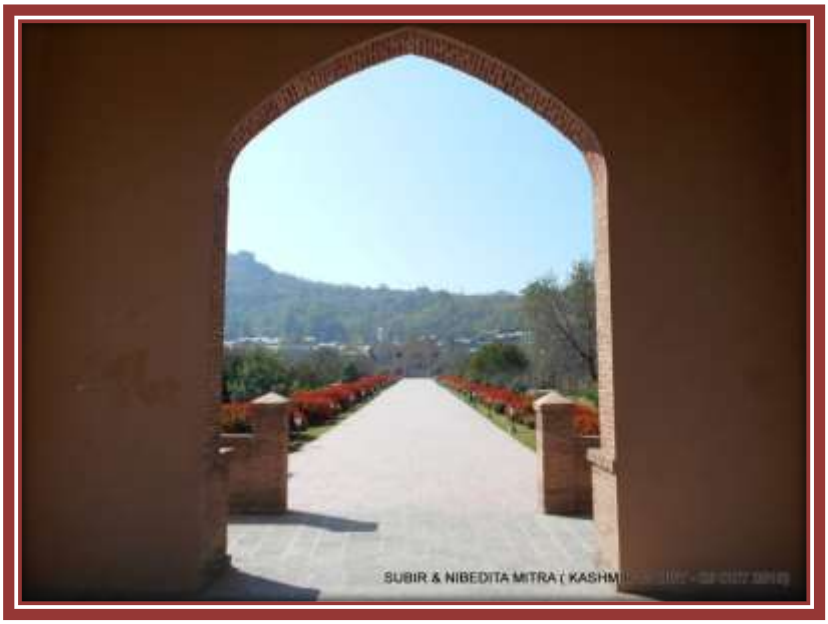

রিতা হালদার নায়কের পোষ্ট করা কিছু ছবি

গ্রুপের প্রারম্ভিক দিনের পোষ্ট করা কিছু ছবি

Rita Halder Nayak
October 23, 2016 ·

Bawali Rajbari... South 24prgns.
DOP - Sep, 2016. camera - Canon Digital.

Rita Halder Nayak is in **Dakshineswar Kali Temple**.
April 23, 2015 ·

Somoy tokhn pray 12.40 - 12.45 pm Dakhineswar Mandir e pujo dia Ganga ghat er dike elam. Hothat e security ra "Ban" asche bole ghat thke uthte jete bollo. Er aage onk br gechi Dakhineswar e kintu ai praketik disso ta dekhi ni, goto kal dekhar sujog holo. DOP- 22.4.15

Rita Halder Nayak
March 13, 2015 ·

"Tapovan & Baidyanath Dham" er kichu photos share korlm Apnader sathe @Deoghar, Jharkhand, India.. September, 2014.

Rita Halder Nayak
September 18, 2016 ·

Pareshnath Temple (Jain Mandir)
Gouribari Stoppage, Syambazar, Maniktala
Samsung Mobile, DOP- June, 2014

Rita Halder Nayak is at Iskcon temple Mayapur,West Bengal.

March 17, 2015 · Mayapur ·

Small Trip..@ Iskon, Mayapur.. July, 2012

সূচীপত্র

তথাগাত মজুমদারের পোষ্ট করা কিছু ছবি

গ্রুপের প্রারম্ভিক দিনের পোষ্ট করা কিছু ছবি

Tathagata Majumdar contributed to the album: CORINGA BIRD SANCTUARY AT GODABORI DELTA , 2ND LARGEST MANGROVE FOREST.
February 5, 2015 ·

Tathagata Majumdar
March 3, 2017 ·

FLOCK OF INDIAN SKIMMER
Satkosia Gorge , Tikar Para , Angul , Orisha
January 2017
DOP 03.03.2017
SONY DSC HX 400 V
(see on full screen)

Tathagata Majumdar
March 8, 2017 ·

WHITE BREASTED EAGLE
Satkosia Gorge , Tikarpara , Angul , Orisha
January 2017
DOP 08.03.2017
SONY DSC HX 400 V

Tathagata Majumdar contributed to the album:
September 25, 2015.
September 25, 2015 ·

TERRACOTA

Tathagata Majumdar
June 30, 2016 ·

END OF THE DAY
River Matla , Sundarban ,Dakshin 24 Pargana
January 2014
DOP - 30.6.2016

Tathagata Majumdar
February 24, 2016 ·

DWITIYO KEDAR
MADMAHESWAR
UTTARAKHAND

Tathagata Majumdar
February 23, 2017 ·

Boat Ride on Mahanodi .....
At Satkosia Gorge ,Angul , Orisha
January 2017
DOP 23.2.17
SONY DSC HX 400V

Tathagata Majumdar
September 2, 2015 ·

BURO-MADMAHESWAR

মৃণ্ময় কান্তি ঘোষের পোষ্ট করা কিছু ছবি

গ্রুপে সাম্প্রতিক পোষ্ট করা কিছু ছবি

Mrinmay Kanti Ghosh
August 2 ·

হাম্পি সুন্দরী। বোধহয় প্রাচীন কিষ্কিন্ধ্যার রাজা বালির স্ত্রী তারাও এমনই সুন্দরী ছিলেন।

Mrinmay Kanti Ghosh
August 16 at 11:07 AM ·

বাইরে শিশির পড়ছে। ছাতার নীচে এসো।
কল্পা, হিমাচল প্রদেশ।

Mrinmay Kanti Ghosh ▸ Bhraman, Chobi Aar Toththo - Bengali Travel Group

August 1 ·

পাওয়াপুরী, একটি জৈন তীর্থ ও জলমন্দির সংলগ্ন এলাকার কিছু ছবি।

Mrinmay Kanti Ghosh
August 16 at 12:00 PM ·

ছবির একদম বাঁদিক থেকে অন্নপূর্ণা দক্ষিণ, অন্নপূর্ণা, মচ্ছপুছারে, অন্নপূর্ণা ৩, অন্নপূর্ণা ৪ আর অন্নপূর্ণা ২।

Mrinmay Kanti Ghosh
August 16 at 12:00 PM ·

মেঘবলাকা

Mrinmay Kanti Ghosh
August 6 ·

Lord Ganesha sitting on the lap of his mother Devi Parboti. Front side view.

Mrinmay Kanti Ghosh
August 6 ·

Lord Ganesha sitting on the lap of his mother Devi Parboti. Back side view.

Mrinmay Kanti Ghosh
August 3 ·

বীরুপক্ষ্যা মন্দির কমপ্লেক্সের ছবি

Mrinmay Kanti Ghosh ▸ Bhraman, Chobi Aar Toththo - Bengali Travel Group
August 11 at 1:44 PM ·

হাম্পি, কর্ণাটক

রঞ্জিত কুমারের পোষ্ট করা কিছু ছবি

গ্রুপে সাম্প্রতিক পোষ্ট করা কিছু ছবি

Ranjit Kumar
September 1 at 6:16 PM ·

Monsoon in Mumbai

মুম্বাইয়ে বর্ষা

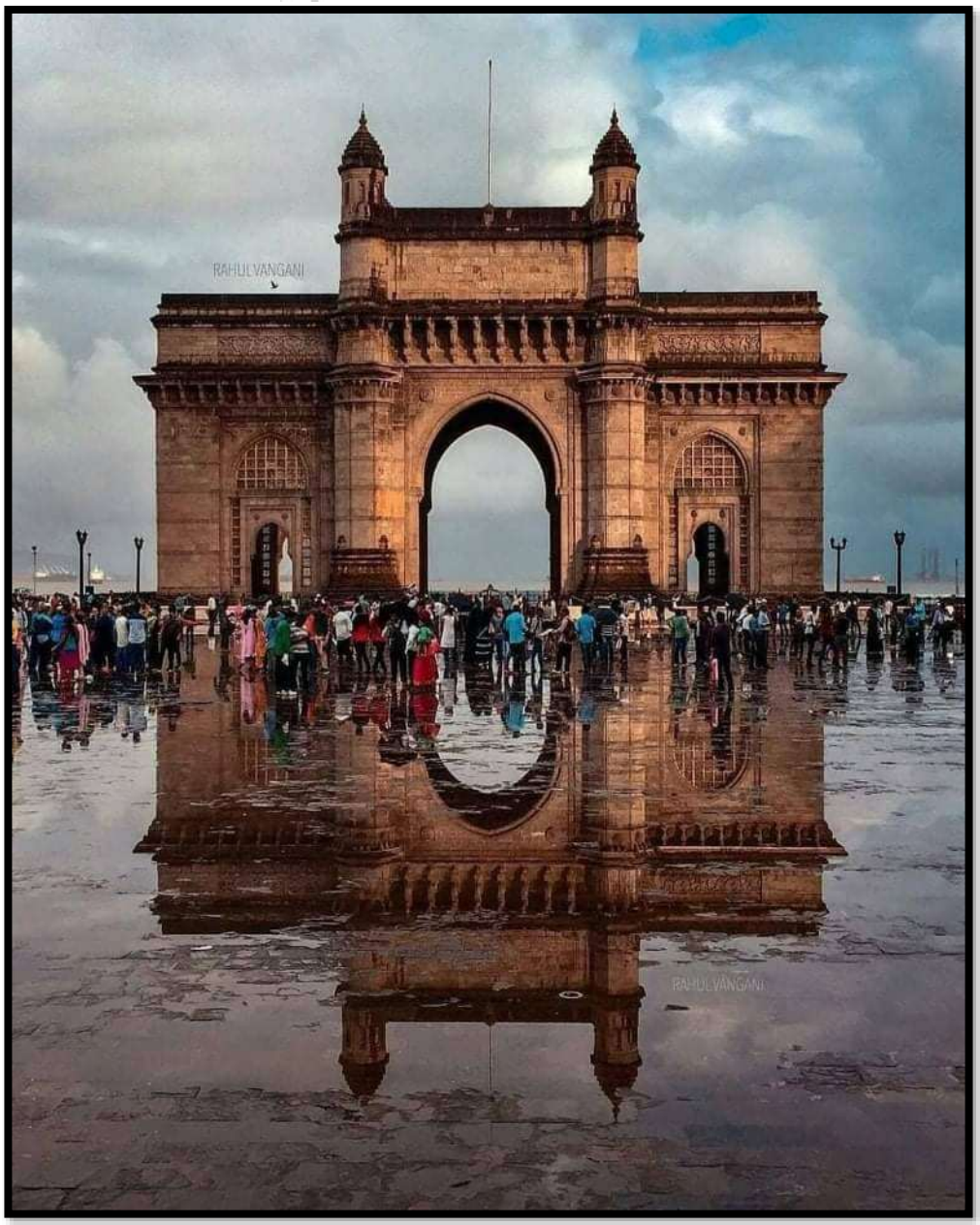

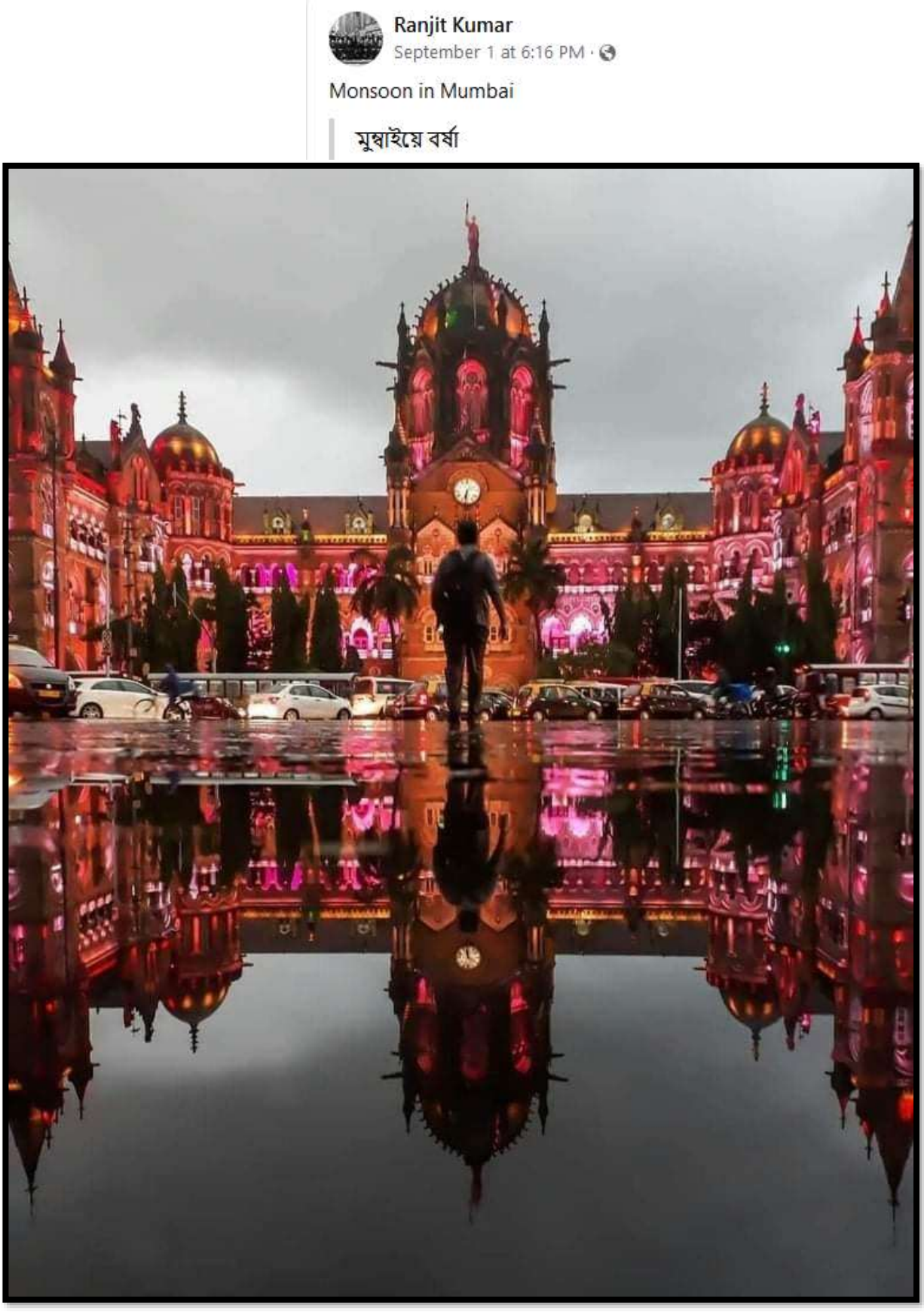
Ranjit Kumar
September 1 at 6:16 PM ·
Monsoon in Mumbai
মুম্বাইয়ে বর্ষা

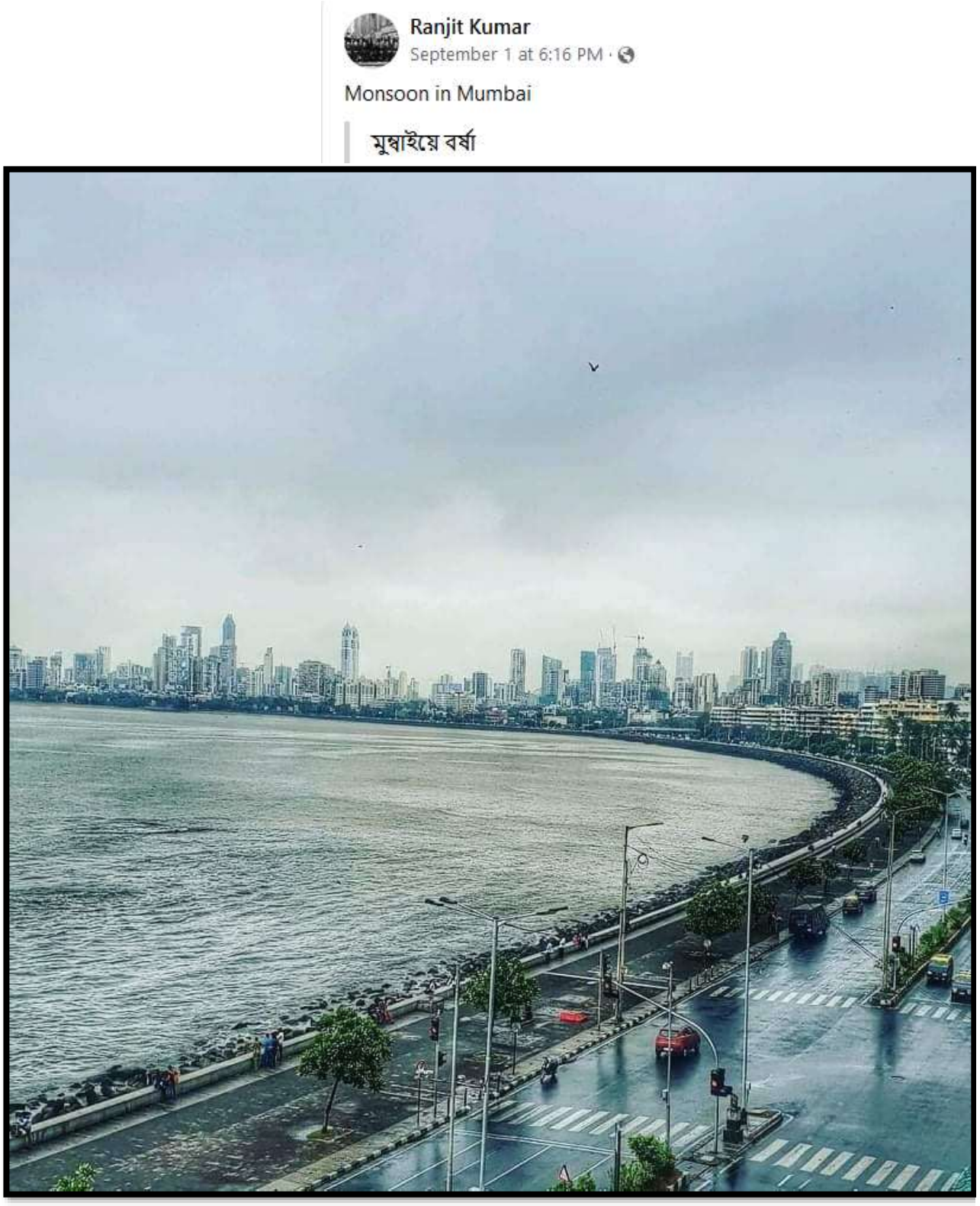
Ranjit Kumar
September 1 at 6:16 PM ·
Monsoon in Mumbai
মুম্বাইয়ে বর্ষা

Ranjit Kumar
September 1 at 5:57 PM ·

Atlantic Coast in West Africa

> পশ্চিম আফ্রিকায় আটলান্টিক উপকূল

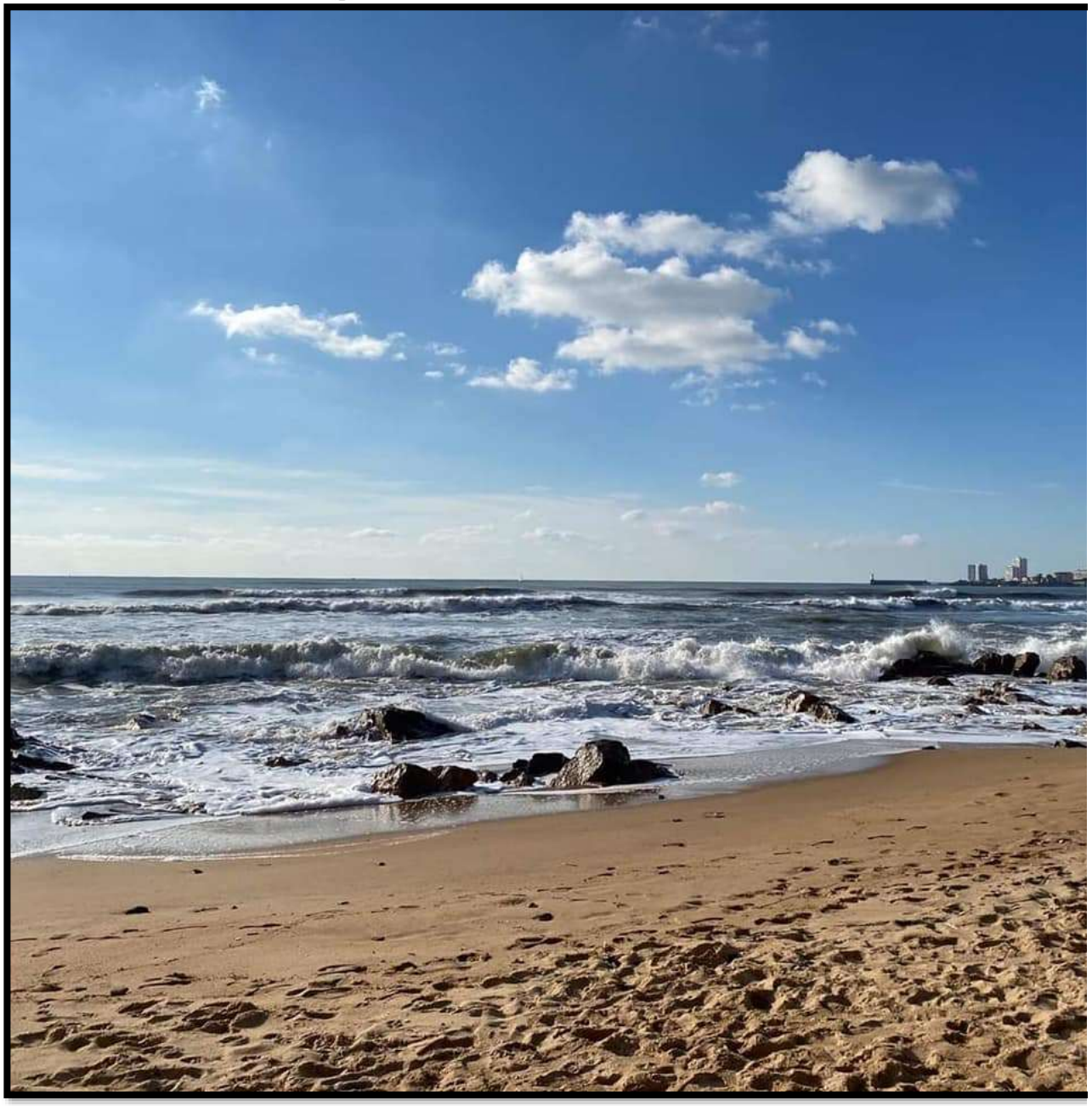

Ranjit Kumar
September 1 at 5:57 PM ·

Atlantic Coast in West Africa

> পশ্চিম আফ্রিকায় আটলান্টিক উপকূল

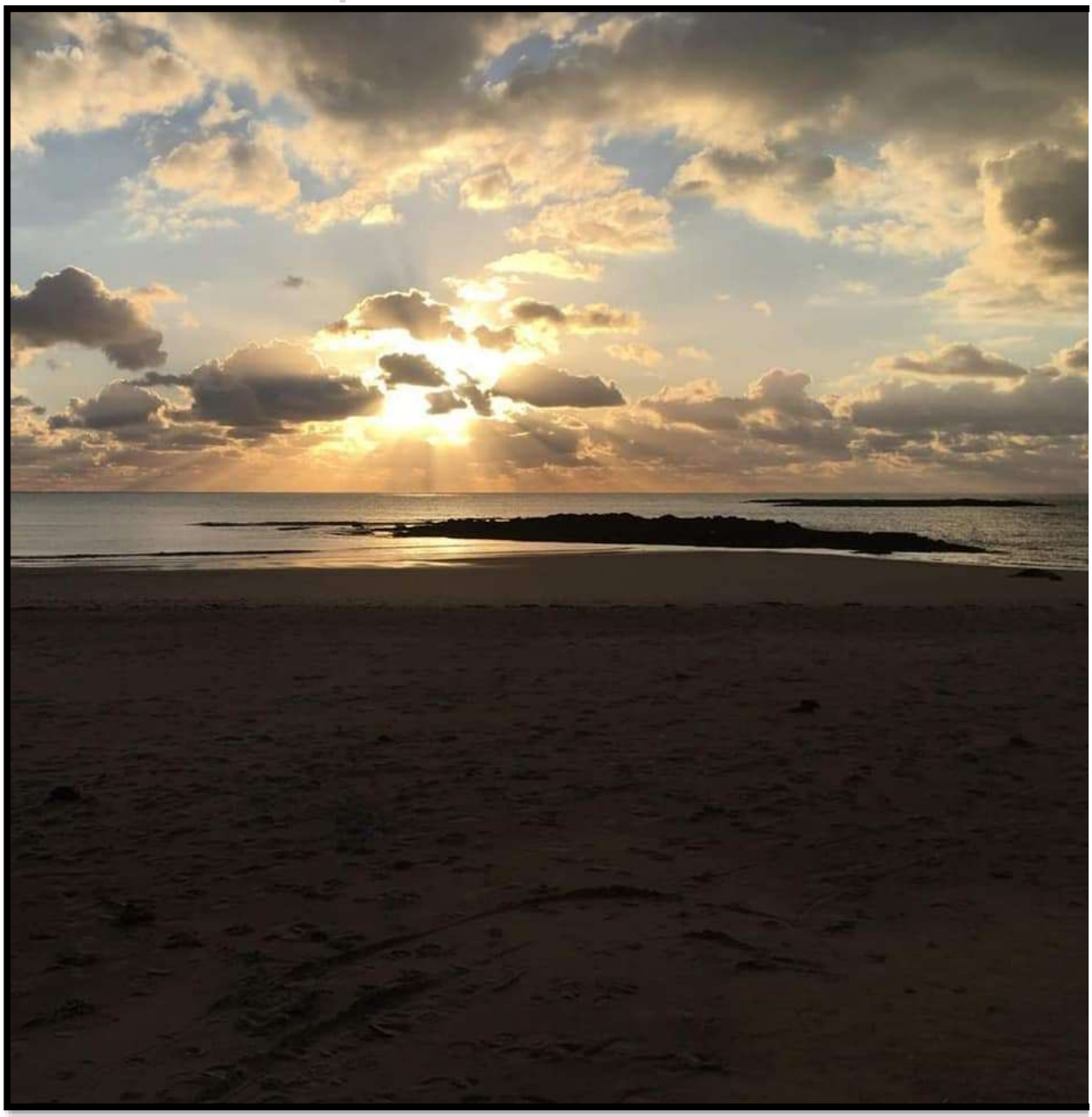

সূচীপত্র